চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 18 December, 2019 ■ আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চাম্পাহাওরে কাকা-ভাতিজা খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। সাতসকালে প্রত্যন্ত চাম্পাহাওর থানাধীন বিদ্যাবিল এলাকায় কাকা ও ভাতিজার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ব্রিজে ঝুলন্ত অবস্থায় কাকা শম্ভু কুমার দেববর্মা(৪৭) এবং ব্রিজের নিচে ভাতিজা দিলীপ দেববর্মার(৩৫) মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে ঘটনাটি শত্রুতার জেরে খুন বলে দাবি করেছেন। খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ চারজনকে আটক করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হবে বলে দাবি খোয়াই জেলা পুলিশ সুপারের।

আজ সকালে খোয়াই জেলায় চাম্পাহাওর থানাধীন বিদ্যাবিল এলাকায় ব্রিজের রেলিঙে ঝুলন্ত অবস্থায় একজন এবং ব্রিজের অপর আরেকজনের মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় চাম্পাহাওর থানায়। খবর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসডিপিও এবং খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পৌছান। ব্রিজে ঝুলে থাকা শম্ভু কুমার দেববর্মাকে প্রথমে পুলিশ উদ্ধার করেন। তারপর ব্রিজের নিচে পরে থাকা দিলীপ দেববর্মাকেও উদ্ধার করে উপরে তুলে আনেন।

মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা সম্পর্কে খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, মৃত কাকা ও ভাতিজা গোলাকবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তিনি জানান, গতকাল রাতে দিলীপ দেববর্মা ও চারজন মিলে মদ্যপান করেছেন। কৃষি কাজ শেষ করে শম্ভু দেববর্মাও তাদের সাথে মদ্যপান করেন। তারপর তারা সকলে মিলে ব্রিজের দিকে যান। খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার বলেন, শত্রুতার জেরেই ওই দুইজন খুন হয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই মনে হচ্ছে। তিনি জানান, ওই ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

খোয়াই পুলিশ সুপার আরও জানান, খুনের ঘটনার রহস্য উন্মোচনে ডগ স্কোয়াড, ফরেনসিক এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট ডাকা হয়েছে। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ওই খুনের ঘটনায় বহিরাগত কেউ যুক্ত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় খুন হয়েছেন এমন কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত শত্রুতার জেরেই তারা খুন হয়েছেন, দাবি করেন তিনি।

এদিকে, মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তোলে দিয়েছে পুলিশ। একই পরিবারের কাকা ও ভাতিজার মর্মান্তিক পরিণতিতে গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

সিএএ প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ চৌদ্দটি বিরোধী দল

চৌদ্দটি বিরোধী দলের নেতৃত্বরা মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন। ছবি-ট্যুইটার

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৪টি বিরোধী দল। মঙ্গলবার সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে রাইসিনা হিলসে গিয়ে বিরোধী নেতারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সরকার এই আইন প্রত্যাহার করুক। নাহলে দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ জায়গায় যাচ্ছে। পাশাপাশি দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর মধ্যযুগীয় বর্বরতায় পুলিশি নিগ্রহ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এদিন তাঁরা রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন।

এদিন রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বেরিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তিনি এদিন বলেন, “এই মুহূর্তে দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। উত্তর-পূর্ব থেকে তা দেশের বাকি অংশেও ছড়িয়ে পড়ছে। রাজধানী দিল্লিও বাদ যায়নি। তাই রাষ্ট্রপতিকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছি আমরা।” তিনি আরও বলেন, “জামিয়ার ঘটনাও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেছি ওঁকে। সেখানে মেয়েদের হস্টেলে পুলিশ ঢুকে গিয়েছে। প্রতিবাদ সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নিন্দনীয়।” জোর করে প্রতিবাদী মানুষের মুখ বন্ধ করা হচ্ছে, তাঁদের প্রতি মোদী সরকারের কোনও সহানুভূতি নেই বলেও অভিযোগ করেন সনিয়া।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন বলেন, “রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছি, অবিলম্বে যাতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন তুলে নিতে তিনি সরকারকে নির্দেশ দেন।” ডেরেক আরও বলেন, “যে ভাবে আইন পাশ করানো হয়েছে তাতে আমাদের দেশের সংবিধানের মৌলিক জায়গাতেই আঘাত করা হয়েছে।”

রাজ্যে তৃণমূলের বিরোধিতা করলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ডেরেকের পাশেই দেখা গেল সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকে। তিনিও বলেন, “রাষ্ট্রপতিকে আমরা আমজনতার ক্ষোভের কথা বলেছি। আমরা আশা করবে দেশের সাংবিধানিক প্রধান সরকারের সঙ্গে কথা বলে একটা কিছু করবেন।”

মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে দলের সভাপতি বিপ্লব দেব সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। ছবি নিজস্ব।

এক ব্যক্তির ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ডিসেম্বর ।। মঙ্গলবার দুপুরে চড়িলাম মধ্যপাড়াস্থিত এলাকায় এখ পঞ্চাশোর্দ্ধ এক ব্যক্তি নীজ ঘরের তিরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। প্রতিদিনের ন্যায় দুপুরে ভাত দিতে এসে দেখতে পায় মৃতের বড় ভাইয়ের স্ত্রী। ঘটনার খবর যায় বিশালগড় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা মৃত দেহটি নামিয়ে আসে। পুলিশেড এএসআই সুমন্ত দেববর্মা জানায় মৃত ব্যক্তির নাম নেপাল দেবনাথ (৪৯)। জানা যায় তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। শারীরিক অবস্থাও ভালে ছিল না, তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়া পর্যটন নীতি আনছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। চলতি মাসেই নয়া পর্যটন নীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে ত্রিপুরা সরকার । তাতে, পর্যটন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্বরোজগার এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির চেষ্টা হবে । যুব সম্প্রদায় তাতে দারুণভাবে উপকৃত হবেন বলে দাবি করেন পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ।

তিনি জানান, ত্রিপুরা সরকার ডিসেম্বরের মধ্যেই পর্যটনে ত্রিপুরাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নয়া পর্যটন নীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে । ইতিমধ্যে ওই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির বুথ, মন্ডল ও জেলা কমিটির সদস্য বাছাই করতে সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। দলীয় বিভিন্ন কমিটির সদস্য বাছাইয়ে আজ বিজেপি বৈঠক করেছে। ওই বৈঠকে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব এবং দলের পূর্বোত্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অজয় জাম্বোয়াল উপস্থিত ছিলেন।

এ-বিষয়ে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি বলেন, দলের বুথ, মন্ডল এবং জেলা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু ওই কমিটিগুলিতে সদস্যদের বাছাই করা হয়নি এখনও। তাঁর কথায়, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিধায়কগণ এবং বুথ, মন্ডল ও জেলা সভাপতিদের ওই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। তাঁদের সাথে আলোচনার মাধ্যমেই কমিটির সদস্যদের বাছাই করা হবে।

বিপ্লব দেবের বক্তব্য, সংগঠন আরও শক্তিশালী করার জন্য তৃণমূল স্তর পর্যন্ত দায়িত্ব সঠিক ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে হবে। তবেই, দলীয় কাজকর্ম মসৃনভাবে চলবে। তাঁর দাবি, যোগ্য ব্যক্তিকেই কমিটির সদস্য হিসেবে বাছাই করা হবে। এদিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে সদস্য নির্ণয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

প্রসঙ্গত, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি নির্বাচন আপাতত স্থগিত বলে মনে হচ্ছে। কারণ, দলের অধিকাংশ নেতৃত্বই বিপ্লব দেবের নেতৃত্বেই আসন্ন এডিসি নির্বাচনে লড়তে চাইছেন। তাছাড়া, সিপাহীজলা দক্ষিণের এখন জেলা সভাপতি নির্বাচন বাকি রয়েছে। তবে, সূত্রের দাবি, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে।

পারভেজ মুশারফকে মৃত্যুদন্ড

ইসলামাবাদ, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশারফকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিল পাকিস্তানের একটি বিশেষ আদালত। সংবিধান রদ করায় মঙ্গলবার প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছে পাকিস্তানের বিশেষ আদালত।

২০০৭ সালে বেআইনিভাবে দেশের সংবিধানকে সাসপেন্ড করা এবং জরুরি অবস্থা জারি করায় মুশারফকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। পারভেজ মুশারফের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার শুনানির জন্য গঠিত হয়েছিল বিশেষ আদালত। এই মামলায় সহ-ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আব্দুল হামীদ ডোগার, প্রাক্তন আইনমন্ত্রী জাহিদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ত ঘোটালা মামলায় ফের বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর জামিনের ফের খারিজ করে দিয়েছে আদালত। পূর্ত ঘোটালা মামলায় আগামী ২০ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য হয়েছে। বাদল চৌধুরী তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ এনেছেন।

২০০৮ সালে পূর্ত ঘোটালায় ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিককে গ্রেফতার করেছে। ওই ঘোটালায় অপর অভিযুক্ত পূর্ত দফতারের প্রাক্তন প্রধান সচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য সচিব ওয়াই পি সিংহ এখনো পলাতক।

বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন ইতিপূর্বে ত্রিপুরা হাই কোর্টও খারিজ করে দিয়েছে। এমনকি বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে এজাহার বাতিলের আবেদনও ত্রিপুরা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। অবশ্য এজাহার থেকে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৪১৮ এবং ৪২০ ধারা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। ত্রিপুরা হাইকোর্টে সর্বশেষ শুনানিতে বিচারপতি অরিন্দম লোধ বাদল চৌধুরী উন্নত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ পূর্ত ঘোটালায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা আদালতে বাদল চৌধুরীকে সোপর্দ করে পুলিশ। সাথে সুনীল ভৌমিককেও সোপর্দ করেছে পুলিশ। আদালতে বাদল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিসিসি’র অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত পিযুষ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। স্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করবেন। এআইসিসি’র সাধারণ সম্পাদক কে সি ভেনুগোপাল আজ এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন। শ্রীবিশ্বাস পিসিসির অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হওয়ায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন তাকে শুভেচ্ছ জানান।

মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর।। বৌভাতের প্রীতিভোজ খেয়ে আর বাড়ি ফেরা হলোনা ৪৫ বছর বয়সি মহিলার।মাঝ রাস্তায় মৃত্যুদূত এল।দুর্ঘটনা একেবারেই হাসপাতালের সামনেই।মারুতি অল্টো গাড়ির ধাক্কায় মৃত মহিলা।মৃতার নাম ফুলু গোস্বামী (৪৫)।চালক ফরিদ উদ্দিন গ্রেপ্তার ও অভিশপ্ত অল্টো গাড়িটি পুলিশের হেফাজতে। গোটা কদমতলা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ফুলু গোস্বামী স্বামী বিদ্যানন্দ গোস্বামী পার্শবর্তী ঠেকনি এলাকায় বৌভাতের প্রীতিভোজ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে টট্ঠ০৫ঞ্ঝ/০৭২২ নাম্বারের অল্টো গাড়িটি ফুলু গোস্বামীকে সজোরে ধাক্কা মারে। ফুলু গোস্বামী নামের মহিলা ও উনার আত্মীয়-স্বজনরা বিয়ে বাড়ি থেকে গাড়ি করে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে নামেন। ঠিক তখনই অভিশপ্ত সাদা রঙের অল্টো গাড়িটির চালক ব্যাক গিয়ার করার সময় মহিলাকে ধাক্কা মারে।

ফুলু গোস্বামীকে গাড়ি দিয়ে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের সামনের ফুলবাগানের দেওয়ালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া ২টি বাইকসহ পুলিশের জালে ২ চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। রাজধানীর পূর্ব থানার পুলিশ বাইক চোরচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। দুই দাগি বাইক চোরকে আটক করা হয়েছে। দুটি বাইকও উদ্ধার হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় বাইক চুরির ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে ধলেশ্বরের একটি বাড়ি থেকে একটি বাইক চুরি হয়। অভিযোগমূলে পূর্ব থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ করে। পূর্ব থানার পুলিশ খবর পায় বাইক নিয়ে চোর বিশালগড়ের দিকে যাচ্ছে। সে অনুযায়ী মুড়াবাড়ি থেকে বাইক সহ এক চোরকে আটক করা হয়। তার নাম আবুল খায়ের। তাকে আদালতে সোপার্দ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাফাই কর্মচারিদের জন্য স্টেট কমিশন গঠন করার প্রস্তাব ন্যাশনাল কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। সাফাই কর্মচারীদের অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফাই কর্মচারি-এর চেয়ারম্যান মনহার ভালজিভাই জালার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল দু’দিনের ত্রিপুরা সফরে এসেছেন।

দু’দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি শেষে আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মলনে মিলিত হন প্রতিনিধিদলটি। সাফাই কর্মীদের জাতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান মনহার ভালজিভাই জালা তাদের দু’দিনের সফরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবগত করেন। তিনি জানান, রাজ্যে এসে তারা তপশিলী জাতি উন্নয়ন নিগমের সাথে সাফাই কর্মচারিদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন । সাফাই কর্মচারীদের সাথেও প্রতিনিধিদলটি মতবিনিময়সভা করেছেন । আগরতলা পুর নিগমের সাথেও তাঁরা বৈঠক করেছেন।

সফরের দ্বিতীয় দিনে আজ সাফাই কর্মচারিদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলায় সাফাই অভিযান কর্মসূচিতেও তারা অংশগ্রহণ করেছেন বলে ভালজিভাই জালা জানিয়েছেন। তিনি জানান, এছাড়াও সাফাই কর্মচারিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আজ সচিবালয়ে সাফাই কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে । বৈঠকে মুখ্য সচিব মনোজ কুমার ও ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দফতরের প্রধান সচিব, সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন । তাঁর কথায়, ওই বৈঠকে সাফাই কর্মচারিদের জন্য গঠিত স্টেট মনিটরিং কমিটির কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও সাফাই কর্মচারিদের জন্য জেলাভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক মনিটরিং কমিটি গঠনের জন্যও মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রীজালা জানান, সাফাই কর্মচারিদের জন্য ন্যাশনাল কমিশনের মত স্টেট কমিশন গঠন করার জন্য পর্যালোচনা সভায় আলোচনা হয়েছে । সাফাই কর্মচারিদের জন্য পি এফ, ই এস আই ইত্যাদি সুবিধা চালু করার জন্য পর্যালোচনা বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও সাফাই কর্মচারিদের জন্য প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনার সুবিধা প্রদান, সাফাই করার সময় পরিধান করার জন্য উন্নতমানের কিট, প্রত্যেক সাফাই কর্মচারীদের জন্য ঘর প্রদান, সাফাই কর্মচারিদের মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফাই কর্মচারি-এর চেয়ারম্যান মনহার ভালজিভাই জালার।

পাচারকালে বিস্তর পরিমাণে কফ সিরাপ উদ্ধার কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার ভোররাতে ত্রিপুরা অসম সীমান্তের ঝেরঝেরি এলাকায় কদমতলা থানার নেশা বিরোধী অভিযান। ঝেরঝেরি নাকা পয়েন্টে কদমতলা থানার রুটিন তল্লাশিতে টিআর০২এইচ/১৮৩২ নম্বরের ১৪১২ মডেলের মিনি ট্রাক থেকে উদ্ধার ৫৪৯ বোতল নেশাজাতীয় কফ সিরাপ। উদ্ধারকৃত নেশাজাতীয় কফ সিরাপের বাজারমূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। পুলিশের আঁচ পেয়ে চালক পালিয়ে যায়। বর্তমানে কদমতলা থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ ও মিনি ট্রাকটি তাদের হেপাজতে নিয়েছে।

উত্তর জেলার কদমতলা থানার আওতাধীন ত্রিপুরা অসম সীমান্তের ঝেরঝেরি এলাকায় মঙ্গলবার ভোররাতে কদমতলা পুলিশের নাকা পয়েন্টে তল্লাশিতে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ। টিআর০২এইচ/১৮৩২ নম্বরের ১৪১২ মডেলের মিনি ট্রাকে তল্লাশির জন্য সিগন্যাল দেয় নাকা পয়েন্টের কর্তব্যরত পুলিশ। তখন গাড়ি চালক তথা গাড়ির মালিক বিরজিৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৭০ ◘ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ১ পৌষ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রাজ্যপাল পদের গরিমা

রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত ঘিরিয়া নানা বিতর্ক দেখা দিয়াছে। রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। এই সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্খিত হইতে পারে না। একটি রাজ্যের নির্বাচিত সরকার যেখানে আছে সেখানে রাজ্যপাল তো নিয়মাত্রিক প্রধান ছাড়া কিছু নহে। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় যেসব রাজ্যে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন অর্থাৎ কেন্দ্রে যে দল ক্ষমতায় সেই দলের বিরুদ্ধ দল যে রাজ্য ক্ষমতায় সেইসব রাজ্যেই রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের মধ্যে সংঘাত চলিতে থাকে। তাহার বড় নজীর পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে রাজ্যপাল ধনকর প্রতিনিযত রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়াইয়া আছেন। এমন সব ঘটনা ঘটিতেছে যাহাতে রাজ্যপালের পদ মর্যাদার পক্ষে বড়ই বেমানান। আসলে, রাজ্যপালের দৃষ্টিভঙ্গী যদি একমুখীন হয়, কোনও একটি দলের প্রতিদূর্বল থাকেন তখন এই সমস্যা দেখা দিতেই পারে। কিন্তু, রাজ্যপাল এক সময় কোনও দলের নেতা হইলেও তিনি যখন এই সাংবিধানিক পদে অভিষিক্ত হইবেন তখন অবশ্য হইতে হইবে দল নিরপেক্ষ। কিন্তু, দূর্ভাগ্যের হইলেও ইহাই সত্যি যে, রাজ্যাপল পদের গরিমা বারবারই ভুলুণ্ঠিত হইতেছে। রাজ্যপাল পদটি ক্রমেই কেন্দ্রের আজ্ঞাবহ ছাড়া কিছুই নহে। সম্প্রতি, মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়া রাজ্যপালকে নিয়া তো দেশজুড়িয়া কঠোর সমালোচনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে। রাজ্যপালদের এই সীমাহীন ঔদ্ধত্য তো সংবিধানকে নিজের গন্ডীকে অবমাননার সামিল। সোজা কথায় রাজ্যপাল কেন্দ্রের সরকারের ইয়েস মাস্টার। রাজ্যপাল পদের কতখানি যৌক্তিকতা আছে আজ সেই প্রশ্ন উঠিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় অতীতে রাজ্যপালদের যে গরিমা ছিল আজ যেন তাহার অবশিষ্টও নাই। উল্টা পাল্টা মন্তব্যের জন্য বিখ্যাত মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায় শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের কোপে পড়িয়াছেন। তাঁহাকে আর বাঁচানো যায় নাই। মেঘালয়ের রাজ্যপালের পদ হইতে তাঁহাকে কার্য্যত অপসারিত করা হইয়াছে। নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালকে মেঘালয়ের রাজ্যাপালের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। বাক সংযম না থাকিলে কি বিপদ ঘনাইয়া আসে তথাগত রায় এতদিনে হয়তো বুঝিতে পারিতেছেন।

এমন অনেক রাজ্যপাল পদ সামলাইয়া স্মরণীয় হইয়া আছেন। এই রকম বহু রাজ্যপাল আমাদের গর্ব, পথের দিশারী ছিলেন। বেশী দূর যাওয়ার প্রয়োজন নাই, এই ত্রিপুরায় অনেক রাজ্যপাল দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। কেন্দ্রে সিপিএমের জয়জয়কার। সিপিএমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী দল কংগ্রেস তখন কেন্দ্রের ক্ষমতায়। কিন্তু, তখন কোনও রাজ্যপাালের সঙ্গেই রাজ্য সরকারের সংঘাত হইতে দেখা যায় নাই। তবে, রাজ্যপাল রমেশ ভান্ডারীর সঙ্গে কিছুটা সংঘাত দেখা দিলেও পরবর্তী সময়ে তাহা স্বাভাবিক হয়। কেন্দ্রের কংগ্রেস জমনায় ত্রিপুরায় শেষ রাজ্যপাল ছিলেন ডি ওয়াই পাটিল। তিনি রাজ্যপাল পদে বৃত হইয়া একটাক বেতন নিতেন। পাটিল একজন বড়মাপের শিক্ষাবিদ। মহারাষ্ট্র জুড়িয়াই তাঁহার শিক্ষার ব্যপ্তি। মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শুরু করিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং, হোটেল মেনেজম্যান্ট এমন কি শিশু শিক্ষার অগ্রগণ্য পথিকৃত এই ডি ওয়াই পাতিল। এই সেদিনও ত্রিপুরা সফরে আসিয়া রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সরকারী আবাসে গিয়া সৌজন্য সাক্ষাৎ করিয়া বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীও নজীর রাখিয়া গিয়াছেন। বাম আমলে মমতার অনশনস্থলে গিয়া গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী দেখা করিয়া কুশল বিনিময় করিয়াছেন। এই যখন রাজ্যপাল সম্পর্কে নানা আলোচনা উঠিয়া আসিতেছে তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠিবে কেন্দ্রের পছন্দের রাজ্যপাল যিনি নির্বাচিত নন তিনি একটি নির্বাচিত সরকারের উপর খবরদারী করা কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য। রাজ্যপালের পদই এখন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পুণর্বাসন দেওয়া। সমাজের গুনী জ্ঞানী বিদগ্ধদের এই পদে বসাইলে তাহার গরিমা রক্ষিত হইত। কিন্তু, না কেন্দ্রের জো হুজুর মার্কাদেরই এই পদে বসাইবার নিদারুন প্রয়াস জারী আছে। কোনও অনির্বাচিত পদাধিকারী নির্বাচিত সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে নাা। শেষ কথা বলিবার মালিক নির্বাচিত সরকারই। রাজ্যপাল পদের নগ্ন ব্যবহার এই পদকেই কলুষিত করিয়াছে। রাজ্যপাল পদে বসিয়া কোনও দলের পক্ষে কাজ করা গর্হিত অপরাধ। আজ এই কথাই বড় করিয়া উঠয়াছে যে, রাজ্যপালের এই হাতি পোষা পদই তুলিয়া দেওয়া হউক।

বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিষ

ঝাড়গ্রাম, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিষ। এই ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা পাই একটি কিশোর। এই ঘটনার পরেই বালি গাড়ির দৌরাত্ম্যের অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পথ অবরোধে আটকে দেওয়া হয় বালি বোঝাই অনেক লরি। যদিও এই অবরোধে যাত্রীবাহী বাস,ছোট গাড়ি গুলিকে আটকানো হয়নি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত চলে অবরোধ।এই ঘটনা ঘটেছে লালগড় থানার ঝিটকা এলাকায় পিচ রাস্তার উপর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে একটি ধান বোঝাই গাড়িকে উল্টো দিক থেকে প্রচন্ড গতিতে এসে ধাক্কা মরে একটি বালি বোঝাই গড়ি।প্রচন্ড ধাক্কার ফলে সাথে সাথে মারা যায় ধান গাড়ির একটি মহিষ।ধান গড়িটি চালাচ্ছিল এক জন কিশোর।স্থানীয় মানুষজন জানাচ্ছেন অল্পের জন্য প্রানে রক্ষা পায় ওই কিশোর। এই ঘটনার পর স্থানীয় ক্ষুব্ধ মানুষ জন প্রতিবাদে পথ অবরোধে সামিল হয়।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ জন বসতিপূর্ন এই এলাকা দিয়ে প্রতিদিনই অসংখ্য বালি গাড়ি যাতায়াত করে।গ্রামবাসীদের আপত্তি সত্ত্বেও তীব্র গতিতে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়নি।অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এই এলাকায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রনে প্রায় ষলো থেকে সতেরোটি গার্ড রেল রয়েছে। তা সত্ত্বেও ফাঁকা জায়গা দিয়ে প্রচন্ড গতিতে বালি গাড়ি গুলি ছুটে যায়।এদিন পুলিশ ওই বালি গাড়িটিকে আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে।অন্যদিকে এলাকার গ্রামবাসীরা ক্ষতিপূরণ এবং এলাকায় যাতে দ্রুত গতিতে বালি গাড়ি চালচল বন্ধ হয় তার জন্য দাবি জানিয়েছে।এদিন রাত পর্যন্ত অবরোধ চললেও কোন যাত্রীবাহী গাড়ি বা অন্যকোন গাড়িকে আটকানো হয়নি।তবে বালি বোঝাই গাড়ি গুলি এদিন অবরোধের পর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

পানাগড়ে অপহৃত শিক্ষক উদ্ধার, ধৃত ৬

দুর্গাপুর, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : টানা ২৪ দিন পর অবশেষে উদ্ধার হল পানাগড়ে অপহৃত শিক্ষক। ঘটনায় বাঁকুড়ার সোনামুখী ও পুর্ব বর্ধমানের বুদবুদ থানা এলাকা থেকে ছ"জনকে গ্রেফতার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। আটক করল ঘটনায় ব্যাবহৃত একটি স্করপিও ও দুটি মোটরবাইক। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন। ঘটনায় জানা গেছে, অপহৃতের নাম দেব কুমার দে। বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানা পানুয়া গ্রামের বাসিন্দা। দামোদর নদীর মানচরের বড়চক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। গত ২২ নভেম্বর পানাগড় রেলষ্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে অপহৃত হয়। ঘটনার পরদিন পরিবারের লোকজন কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এদিকে ঘটনার পর ১৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে পরিবারে ফোন করে অপহরণ করীরা। দাবী মতো পরিবারের লোকজন ৪ লক্ষ মুক্তিপণও দেয় পরিবারের লোকজন। ফোনের সুত্র ধরে জাল পাতে পুলিশ। সোমবার পানাগড়-মোরগ্রাম সড়কের কাঁকসার হাজরাবেড়া এলাকায় অপহরণকারীরা শিক্ষককে ছাড়তে আসতেই পুলিশ তাদের ঘিরে ধরে। এবং অপহৃত শিক্ষককে উদ্ধার করে। এসিপি(পুর্ব) সন্দীপ কক্কর জানান,' অপহৃত শিক্ষককে বেলঘরিয়া, বুদবুদের শ্যামসুন্দরপুরে রেখেছিল। ছ" জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় ব্যাবহৃত একটি স্করপিও, দুটি মোটরবাইক আটক করা হয়েছে।

প্রতিবাদের নামে গুণ্ডামি বরদাস্ত নয়

মোশারফ হোসেন

নয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি'র বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে গত কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, প্রথমেই তার কঠোর নিন্দা ও তীব্র প্রতিবাদ করছি। আন্দোলনের নামে কোনওরকম তাণ্ডব বা গুণ্ডামি বরদাস্ত করা যায় না। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন বলে পরিচিত এক শ্রেণির মানুষ রাস্তায় নেমে ট্রেনে বাসে, স্টেশনে আগুন, ভাঙচুর, রেল ও সড়ক অবরোধ, ইঠ পাথর বৃষ্টি প্রভৃতি চালিয়ে নয়া আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যে পথে করতে চাইছেন, তাতে আখের নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এটা সম্ভবত তাঁরা ভেবে দেখছেন না। আজ উত্তেজনার বশে অথবা কারও প্ররোচনায় যা করছেন, তাতে নিজেদের পায় কুড়ুল মারছেন বললে কম বলা হবে। নয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং তার পিছন পিছন এনআরসি প্রক্রিয়া চালুর যে চেষ্টা চলছে তা আদতে সত্যিই মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেউ নাগরিকত্ব লাভ করলে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। যাঁরা এদেশের বসবাস করছেন, তারা যে কারণেই এদেশে এসে থাকুন না কেন, তাঁরা এদেশকে ভালোবেসেই, আশ্রয়দাত্রী বলে বিবেচনা করেই এখানে বসবাস করছেন, সুতরাং তাঁরা নাগরিকত্ব পাবেন, এটাই কাম্য। কিন্তু একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে (মুসলিম) যেভাবে এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। বরং এই আইন কার্যকরের পর এনআরসি চালু করে কার্যত একমাত্র মুসলিমদের উপরই নিজেদের প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। এবং নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য যেসব নথিপত্র চাওয়া হতে পারে সেগুলির অধিকাংশই হয়তো বহু সাধারণ মুসলিমের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হবে না। ফলে ওই প্রক্রিয়া হলে সমূহ বিপদের মুখে পড়তে হবে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে।

এই সুপরিকল্পিত, সংগঠিত অপচেষ্টা মেনে নেওয়া যায় না। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই প্রকিবাদে নামা উচিত। বিশেষ করে পুরুষানুক্রমে এদেশে শত শত বছর বসবাস করার পর, এদেশের উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের পর এদেশকে সমৃদ্ধ করার মহাযজ্ঞে শামিল হওয়া সত্ত্বেও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কোটি কোটি মানুষকে ফের কেন নাগরিকত্বের প্রমাণ পেশ করতে হবে তা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে নয়। আসলে এর পিছনে যে একটি সুগভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের বেনাগরিক ঘোষণা করে এতকালের ঘরবাড়ি, জমিজমা, ব্যবসাবাণিজ্য, আজন্মের চেনা পরিবেশ থেকে উৎখাত করা হয় দেশ থেকে বিতাড়িথ, নয়তো দেশের মধ্যেই বন্দিশিবিরে আটক করার চক্রান্ত চলছে। এর চেয়েও খারাপ কোনও অভিসন্ধিও ক্রমে প্রকাশিত হতে পারে বলেও কেউ কেই আশঙ্কা করছেন। কেউ কেউ মনে করিয়ে দিচ্ছেন হিটালারের জার্মানির কথা। হিটলারের ইহুদি বিদ্বেষ এবং লক্ষ লক্ষ ইহুদি নিধনপর্বের কথা। এগুলি সবই আশঙ্কা আর অনুমানের বিষয়। সত্যিই কী হবে, তা সাধারণ মানুষের জানা নেই। হয়তো কেবল তাঁরাই তা জানেন,যাঁরা সুদীর্ঘ করণায় তালিকা তৈরি করেছেন এবং সেই তালিকা মেনেই একটির পর একটি দফা রূপায়ণ করে চলেছেন।

ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের কোটি কোটি মানুষের বিরুদ্ধে একটি তথাকথিত বিশেষ আদর্শের অনুগামী মুষ্টিমেয় মানুষ তরবারিতে শান দেওয়ার চেষ্টা করছেন এটা যেমন সত্য, একইভাবে সত্য এদেশেরই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ তা প্রতিহত করতে সক্রিয়। যে কোনও সমাজেই সংখ্যাগুরুর সিংহভাগ সংখ্যালঘুদের বিরোধী হয়ে উঠলে পরিস্থিতি ভয়ানক আকার নেয়। সে ধর্মীয় সংখ্যালঘুই হোন, আর ভাষাগত বা অন্য কোনও মাপকাঠিতে গণ্য সংখ্যালঘু।

সুখের কথা, বিবিধের মাঝে মিলন মহানের, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এই ভারতে আপতিত আক্রমণের লক্ষ্য বনে যাওয়া মুসলিমরা কিন্তু একেবারে সহায়হীন নন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বিবেকবান কোটি কোটি মানুষ তাঁদের পাশে রয়েছেন। ভবিষ্যতের থাকার অঙ্গীকার করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী এই মানুষগুলির কেউ সংসদের আঙিনায় সরব হয়েছেন, কেইবা রাজ্যের আইসভার ভিতর অথবা বাইরে মাঠে ময়াদানে সক্রিয় রয়েছেন। এঁরা ছড়িয়ে রয়েছেন অসমুদ্র হিমাচলে। যার যেমন ক্ষমতা তিনি সেভাবেই সক্রিয় থাকতে চাইছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পথে এঁরাই তো প্রধান ভরসা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায় বার বার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরসরকার ক্ষমতায় থাকতে এ রাজ্যে কোনওভাবেই নয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি কার্যকর করা হবে না। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গেও ওই দুটি প্রক্রিয়া কার্যকর করেই ছাড়বেন। আমার মনে হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতক্ষণ রাজ্যের সরকারি ক্ষমতায় থাকবেন, ততক্ষণ নয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনও এনআরসি এ রাজ্যে কার্যকর হবে না। কিন্তু তিনি ক্ষমতা হারালেই কেন্দ্রর বিজেপি সরকার ও তাদের সঙ্গীসাথীরা পশ্চিবঙ্গের ওপর রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর তাদের লক্ষ্যপূরণের যা যা দরকার, তা করবে। অর্থাৎ পশ্চিমবেঙ্গ নয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কাযতকর করে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করবে । তারপর এনআরসি চালুর উদ্যোগ নেবে। এবং ক্রমে নিজেদের অভিসন্ধি অনুসারে আরও এগনোর চেষ্টা করবেয এজন্য প্রথমেই তাদের দরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উৎখাত করা।

এদিকে, নয়া নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ও এনআরসি'র প্রতিবাদের নামে গত দু 'তিনদিন ধরে এক শ্রেণির মুষ্টিমেয় মুসলিময়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, তাতে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের অভীষ্ট পূরণের পথ পরিষ্কার হবে। আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেখিয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের ধুয়ো তোলা হবে। এবং ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে অচিকেই তা কার্যকর করা হতে পারে। তারপর রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যেই নয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং এনআরসি কার্যকর করা হতে পারে।

যে কোনও সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ কোনওরকম হিংসাত্মক কাজকর্ম পছন্দ করেন না। স্বাভাবিক জীবনাযাত্রা বিঘ্নিত হোক, তা চাঁরা চান না। রেল অবরোধ করে, বাসে-ট্রেনে আগুন লাগিয়ে।, পুলিশের ওপরইট পাথর ছুঁড়ে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক করে তুললে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের সহানুভূতি হারাতে হবে। রাজ্যের অল্প কিছু আবেগপ্রবণ অথবা অন্যের দ্বারা প্ররোচিত মুসলিম নাগরিক সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার মতো কাজ করলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তো বটেই, নিজেদের সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল অংশেরও বিরাগের কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এটা নিজেদের গলা নিজেরা কাটার ব্যবস্থা বলা যায়।

তাই, প্রতিবাদের নামে আইন হাতে তুলে নিয়ে শত্রুদের হাত শক্ত করবেন না। কেউ তা করতে চাইলে বাধা দিন। শত্রুপক্ষের স্বার্থেই আপনাদের নানা পথে প্ররোচিত করার চেষ্টা চলতে পারে। আপনাদের ঠেলে দেওয়া হতে পারে বিপথে। তাতে রাজ্যের ক্ষতি তো বটেই, তারও চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে আপনাদেরই। তাই কোনওরকম হিংসাত্মক কাজকর্মে অংশ নেবেন না। কেউ প্ররোচনা দিতে চাইলে তাকে চিহ্নিত করে প্রশাসনের হাতে তুলে দিন। রাজ্য সরকারের হাত শক্ত করুন। নইলে আদূর অভিষ্যতের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হতে হবে রাজ্যের মুসলিমদেরই। প্রতিবাদ যথার্থ । কিন্তু তা হোক শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে। কোনওরকম হিংসাত্মক কাজকর্ম সঠিক পথ হতে পারে না। সবাই ভালো থাকুন। শান্তিতে থাকুন। অন্যের শান্তিভঙ্গের কারণ হবেন না। তাহলে আসলে নিজের জন্যই অশান্তিডেকে আনার পথ প্রস্তুত করা হবে। সেটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। আমরা সবাই দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক। সেই দায়িত্ব পালন থেকে সরে যাবেন না।

আবার বলছি, রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখুন। কেউ তা নষ্ট করতে চাইলে প্রতিহত করুন।

অন্যদিকে, মুষ্টিমেয় লোকজন প্রতিবাদের নামে দিনের পর দিন স্বাভাবিক জনজীবনকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া রাজ্য সরকারের কর্তব্য। কোনও সভ্য সমাজ গুণ্ডামি , তাণ্ডব বরদাস্ত করতে পারে না। এই তাণ্ডবকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিলে তা আপামর সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনই লাভ করবে, এ ব্যাপারে শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত থাকা যেতে পারে।

সুতরাম সুনাগরিক তাঁর দায়িত্বের পরিচয় দিন। অন্যদিকে সরকারও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে সক্রিয় থাকুক। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শেষ পর্যন্ত কি নিজ দেশেই পরবাসী ?

আরিফুল ইসলাম সাহাজি

লেখার শুরুতেই দ্বিধাহীনভাবে একটি কথার প্রতিষ্ঠা দিই, বাংলার জনজীবন 'দ্রঘেঁটে ঘ'তে পরিণত হয়েছে। গ্রাম্যবাংলায় বললে, যাচ্ছেতাই রমক অবস্থা। একটা বিভীষিকাময় ভয় এবং নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার উৎপাটন চিন্তা প্রাত্যাহিক জীবনের গল্পগুলোর পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। চাযের দোকান, পুকুরঘাট, মাঠ সহ অন্যান্য আনাচে কানাচে একসয় পরনিন্দা পরচর্চার উর্বরভূমি রূপে নিন্দিত ছিল, হঠাৎ প্রেক্ষাপটের আদলগত বদল ঘটে গেছে। সর্বত্র এক কথা শেষে কী রাষ্ট্রীন হতে হবে? ডিটেনশ ক্যাম্প কী তবে ভবিতব্য? আসলে কেউ এসকল বিষয় সম্পর্কে উন্নাসিক হয় তালে ওই মানুষগুলোর যন্ত্রণা অনুভব করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রসঙ্গক্রমে বলি, প্রসিদ্ধ এক চায়ের দোকানে বসে ভাঁড়ের চা সেবন করছিলাম এক শিক্ষক এবং এক চিকিৎসক বন্ধুর সঙ্গে। পাঠক আপনি যদি কখনও গ্রামীণ চায়ের আসরে বসেন, তবে বুঝবেন, একটি চায়ের ঠেক আসলে একটি ছোট দেশের সদৃশ। সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি সেখানে আপনি দেখতে পাবেন। যাই হোক বলবারকথার জটিলতা না বাড়িয়ে বিষয়টি ঋজুভাবে উপস্থাপন করি। এই যে হঠাৎ এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা মানুষের জনজীবনকে যে কতটা কঙ্কালময় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে, তা এই সকল জায়গাতে বসলেই বোঝা যায়। আগে দেখতাম, মানুষের ভাবনার মধ্যে, চিন্তার মধ্যে কত ভিন্নতা। মানুষেরা কেউ একরকম ভাবছেন না। কৃষক, শ্রমজীবী, চাকুরে, চিকিৎসক সকলেরই ভাবনা সেই কালপর্বে ভিন্নগোছের ছিল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, টিক এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের চেতনার স্তরের সেই ভিন্নতার লক্ষণ কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না সকলেই একরকমই ভাবছেন, কী আছে ভবিতব্যে? নিজ দেশে পরবাসী হব না তো শেষে?

পরিবর্তনটা হাঠাৎই হল বললে পুরোপুরি ভুল হয়। তবে অনেকাংশেই কাব্য উত্তীর্ণ হওয়ার পর সাধারণ মানুষের জীবনে একটা জট তৈরি হয়েছে, বিষয়টি অস্বীকার করবার উপায় নেই। ভীত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে পাড়া মহল্লা, একটা হিমশীতল আবহে কাতর হয়ে পড়ছেন সাধারণ জনমানব। আমাদের গ্রামের পাবজো কিং নামে পরিচিত ছেলেটিকে সেইদিন দেখলাম বিমর্ষ নয়নে বসে আছে। বললাম, কিরে বসে থাকলে শত্রু ঢুকবে তো তোর ঘরে? উত্তরে আমার থেকে অন্তত পাঁচ বছরের নবীন তরুণ ছেলেটি যে কথা বলল, তাতে শিহরিত হয়ে উঠলাম। ছেলেটি বলল, শত্রু কী কম আছে আমাদের দাদা? দেখবেন ঘরে ঢুকেই মারবে হয়তো। আতঙ্কের পারদ কতটা চড়েছে তা হলে ভাবুন।

এবার, আসুন গ্রামীণ সমাজের মা মাকিমা মাসিমাদের ভয় শঙ্কার কথা একটু বলি। যদিও বিষয়টি চর্বিত চর্বনগোছের মনে হবে, কেননা এ সবের সাক্ষী তো আমরা সবের সাক্ষী তো আমরা সবাই। তবুও একটু বলি, সকালবেলা ঘুমটাই ভাঙে সাধারণ মা-কাকিমাদের আতঙ্কময় কথা কানে আসার মধ্য দিয়ে। ভয়াবহ এক আশঙ্কা ও ভয় তাঁদের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করছে অহরহ। সাধারণত মা কাকিমারা তাঁদের সময়ের বাল্য বিবাহের শিকার ফলে শিক্ষার বহর তাঁদের "বেশ হালকাই। তাই বলে বুদ্ধিজীবী এমন কথা বলবার দুঃসাহস এক্কেবারেই করছি না, আবার এটাও বলছি না, তাঁরা সব কিছুই বুঝতে পারেন। সত্যি বলতে তাঁরা অনেক উদ্ভট এবং আজগুবি তত্ত্বের বাহক। ফলে এনআরসি, ক্যাব এ সম্পর্কে তাঁদের স্বচ্ছ ধারণাই গড়ে ওঠেনি। একটা আলাদা মিথ নিজেরা তৈরি করেনিজেরা যেমন আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছেন, অন্যদেরকেও ভীক করে ছাড়ছেন, যার ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ছে নিত্যদিনের গল্পে। পাঠক অবগত আছেন, অনেক মহিলা কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই ইতিপূর্বে আত্মহননের পথও বেছে নিয়েছেন। পুরনো দলিল দস্তাবেজ খোঁজ খোঁজ রব এখন সব জায়জায়। সরকারি অফিস সমূহের সামনে লম্বা লাইন। কেউ আধার কার্ড সংশোধন করবেন, কেউ বা জন্মের শংসাপত্রে ক্রটিমোচনে ব্যস্ত। এককথায় বললে সকল মানুষই এখন লাইনে দাঁড়িয়ে। লাইনেও সকলের জায়গা হয় না, অনেকে দাঁড়াবার জায়গা খুঁজছেন। বেশি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছেন এক্কেবারেই ভূমিহীন সম্প্রদায়ের মানুষজন। যাঁরা কিছু ভূস্বামী তাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে দলিল দস্তাবেজ তুলবার ফন্দি করছেন, বিপরীতে এই মানুষগুলো হাপুস নয়নে তাকিয়ে আছেন। কোথায় পাবেন তাঁরা ৭১ পূর্ব নথি? কোনওকালেই তো তাঁরা ভূমির অধিকারী ছিলেন না। অনেকের থাকলেও তা অল্পবিস্তর, কাগজেরমেলে না খোঁজ। আমার দাদুর আমল থেকেই রহিম দাদু আমাদের কৃষিজমিতে কাজ করতেন, আমার দাদুর ছোটবেলার বন্ধ। রহিম দাদুর পর ওনার ছেলে আসলাম চাচা আবার আমার বাবা কাকাদের কাজ করেন। রহিম দাদু ছিলেন ভূমিহীন মানুষ, উনি বসবাস করতেন আমার দাদুর দেওয়া জমিতেই। ওনার জমি বলতে ওইটুকুই। সেদিন আসলাম চাচা আমার বাবার কাছে এসে বলছেন, কি হবে মেজভাই? আমাদের তো কিছুই নেই, আমাদের কী শেষে তাড়িয়ে দেবে? আব্বা আসলাম চাচাকে হারাবো, যা কাম্য নয় কখনও। এবার ব্যাব, এনআরসি বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে আসি,ক্যাবকে সর্বত্রই অসাংবিধানিক রূপে আখ্যা দিচ্ছেন বুদ্ধিপ্রবর থেকে সাধারণ মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অনেকেই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন। ক্রমে ক্যাব এনআরসি বিরোধী আন্দোলন উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে ইতিমধ্যেই, আমাদের রাজ্যেও আন্দোলনের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় আন্দোলনের নামে বেশ কিছু জায়গায় অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, যা আদৌ কাম্য নয়। হিংসা দিয়ে আন্দোলনের বহর বাড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না, কেননা বাস, রেলগাড়ি অবরোধের মধ্যে আন্দোলনের গাড়ি সঞ্চালিত করলে কষ্টের মুখোমুখি পড়বেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। এভাবে চলতে থাকলে এ আন্দোলন জনসমর্থন হারাতে পারে। আরও কেটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন, ক্যাব এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের প্রবাহকে একান্ত নিজের করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করে ফেলেছেন মুসলিম সমাজ। এমন হলে এ আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়তে খুব বেশি সময় নেবে না। তাই মুসমিল সমাজকে সচেতন হতে হবে। পারলে, তাঁরা ইসলামিক ফেজ টুপি খুলে আসুক, আর ধর্মীয় স্লোগান বর্জন করুক। আসলে গণঅন্দোলন তখনই সফলকাম হবে, যখন এর জনভিত্তি হবে সর্বমুখী, একমুখী হলেই মুশকিল। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> আসুন গ্রামীণ সমাজের মা কাকিমা মাসিমাদের ভয় শঙ্কার কথা একটু বলি। যদিও বিষয়টি চর্বিত চর্বনগোছের মনে হবে, কেননা এ সবের সাক্ষী তো আমরা সবাই। তবুও একটু বলি, সকালবেলা ঘুমটাই ভাঙে সাধাণর মা কাকিমাদের আতঙ্কময় কথা কানে আসার মধ্যে দিয়ে। ভয়াবহ এক আশঙ্কা ও ভয় তাঁদের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করছে অহরহ। সাধারণত মা কাকিমারা তাঁদের সময়ের বাল্য বিবাহের শিকার, ফলে শিক্ষার বহন তাঁদের বেশ হালকাই। তাই বলে বুদ্ধিজীবী এমন কথা বলবার দুঃসাহস এক্কেবারেই করছি না, আবার এটাও বলছি না, তাঁরা সব কিছুই বুঝতে পারেন। সত্যি বলতে তাঁরা অনেক উদ্ভট এবং আজগুবি তত্ত্বের বাহক। ফলে এনআরসি,ক্যাব এ সম্পর্কে তাঁদের স্বচ্ছ ধারণাই গড়ে ওঠেনি।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

নোট ছাড়াই রাজাকার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো নোট ছাড়াই রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়। আমি আশা করব মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় আরও নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করবে।

মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে কৃষক লীগ আয়োজিত সভায় তিনি এ কথা বলেন। বিজয় দিবস উদযাপন এবং চলমান দুর্নীতি, মাদক ও মজুতদারের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর শুদ্ধি অভিযানে একাত্মতা প্রকাশ করে এ সভার আয়োজন করা হয়।মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় রাজাকারদের যে তথ্য আছে, সেগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে চেয়েছিল। পরে পাঠানো হয়েছে। এটি একটি দুরূহ ব্যাপার। দালাল আইনে ১৯৭২ সালে যাদের নামে মামলা হয়েছিল, তদন্ত শুরু হয়েছিল, পরে আবার কেউ কেউ মামলা থেকে প্রত্যাহার হয়েছিল, তাদের আমরা প্রাথমিকভাবে নিয়েছি। আমরা প্রাথমিকভাবে সেই মামলার বিবাদীদের নাম লিস্ট করি। পরে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিই। তবে সেই লিস্টে কিছু মন্তব্য করে দিয়েছি যে, অনেকগুলো মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এ হিসেবে আমরা আমাদের এখান থেকে একটি নোটও দিয়েছিলাম। সেই নোটে যাদের নামের মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তাদের লেখা হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভুল করে হোক আর যেভাবে হোক এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছে। আমি মনে করি আরও যাচাই-বাছাই করে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় আবার তালিকা প্রকাশ করবে। আমরা যেটা পাঠিয়েছিলাম, সেখানে নোট দিয়েছিলাম এত নম্বর থেকে এত নম্বরের মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু পুরোপুরিভাবে এই নোট ছাড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, চলমান শুদ্ধি অভিযান থেমে নেই। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই অভিযান চলবে। যতদিন সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে না ততদিন শুদ্ধি অভিযান চলবে। আমরা কাউকে ছাড় দিচ্ছি না। সে যে-ই হোক। আমরা কাউকে ছাড় দিচ্ছি না। এখন তথ্যভিত্তিক অভিযান চালানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, নাগরিকত্ব আইন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমি পরিষ্কারভাবে ভারতকে বলেছি, আপনারা যাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের নাগরিকত্ব দিবেন। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে তাদের দেশে গিয়ে আমি বলেছি, আপনাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। অমিত শাহকে আমি বলেছি, আপনি বার বার বলছেন, আপনারা কোনো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টানকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমি আপনাদের মতামতকে স্বাগত জানাচ্ছি। কারণ ১৯৭১ সালের পরে কোনো মুসলমান বাংলাদেশ থেকে ভারতে যায়নি। কিংবা ভারত থেকে বাংলাদেশে আসেনি।মন্ত্রী আরও বলেন, আমি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি, সেই সময়ে যাদের আপনারা (ভারত) আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের নাগরিকত্ব দেবেন। আমরা ওয়েলকাম জানাব। সেজন্য এনারসিতে তারা কোনো হিন্দু-মুসলমানকে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে, এটা মনে হয় হবে না। কারণ ১৯৭১ সালের পরে আমাদের দেশ থেকে কোনো লোক যায়নি।

কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, শিক্ষা উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি, সাবেক সহ-সভাপতি শরীফ আশরাফ আলী, সংগঠনটির ফরিদপুর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা নুর-ই আলম সিদ্দিকী হক, সম্পাদক ম-লীর সদস্য আবুল হোসেন প্রমুখ।এর আগে রোববার (১৫ ডিসেম্বর) ১০ হাজার ৭৮৯ জন রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এই তালিকায় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের নাম রয়েছে বলে অভিযোগ আসছে। এতে হতাশার পাশাপাশি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন অনেকে। তুমুল সমালোচনায়ও পড়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অর্থনৈতিক-সামাজিকভাবে পাকিস্তান থেকে এগিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।।দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এ দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণতের জন্য পাকিপ্রেমিরা এখনও ষড়যন্ত্র করছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরাও তাই করেছিল। যেভাবেই হোক অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আমরা পাকিস্তানের ওপর থাকব।মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ।শেখ হাসিনা বলেন, পাকিস্তান ছাড়াও আমরা অনেক দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই এগিয়ে যাওয়ার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে পাকিস্তান থেকে অনেক এগিয়ে আছি।দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা একসময় বলেছিল বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি। এই দেশ কিছু করতে পারবে না। এ দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাদের আমরা দেখিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ পারে কি না। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। যারা বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছে তাদের দেশে দারিদ্র্যের হার ১৮ ভাগ। এক ভাগ হলেও তাদের চেয়ে দারিদ্র্যের হার আমরা কমাবো। দারিদ্র্যের হার আজই ২১ থেকে ২০ ভাগে নেমে এসেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি'র শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টি'র ৬-দফা, ঊনসত্তরের-১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এ কথা বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই বলেছেন। লন্ডনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভায় বলেছেন, নির্বাচনে আমরা জয় লাভ করব। কিন্তু তারা আমাদের হাতে ক্ষমতা দেবে না। যুদ্ধ করে আমাদের দেশ স্বাধীন করতে হবে। ঠিকই এক সময় তার কথা সত্য হলো।শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি।তিনি বলেন, এই ৭ মার্চের ভাষণ আজ সারাবিশ্বে সেরা ভাষণগুলোর একটি হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। অথচ এই ভাষণ বাজানোর জন্য কত মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। কত মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করেছে। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, যারা ভাষণের জন্য অত্যাচার নির্যাতন করেছে, তারা এখন লজ্জা পায় না?অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, সাবেক ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, ঢাকা মহানগর উত্তরের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কচি।

এনআরসি বিরোধী সংহতি সমাবেশে ঢাবি ভিপি নুরের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে সামনে চলা এক সমাবেশে ভিপি নুর ও তার সহযোগিদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় ভিপি নুরসহ বেশ কয়েকজন আহত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় নুর ও তার সহযোগীসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার বিকেলে রাজু ভাস্কর্যের সামনে এক সংহতি সমাবেশ করে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ। এ সময়, মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে অভিযোগ উঠেছে।এনআরসি নিয়ে আন্দোলনরত ভারতীয়দের প্রতি সংহতি জানাতে বিকেল চারটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে বিক্ষোভ মিছিল ও সংহতি সমাবেশের ঘোষণা দেয় সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ। তবে, আগে থেকেই ভাস্কর্য দখলে নিয়ে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের একাংশ। পরে, একই স্থানে ডাকসু ভিপি নুরের নেতৃত্বে সংহতি সমাবেশ শুরু করে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ।

সমাবেশে ডাকসু ভিপি বক্তব্য দেয়া শুরু করলে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ও মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কর্মীরা হামলা চালালে ভিপি নুর এবং ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেনসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়।

রাজাকারের তালিকায় ভুলভাবে আসা নাম বাদ দেয়া হবে: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।।প্রকাশিত রাজাকারের তালিকায় ভুলভাবে কারও নাম এলে তা বাতিলের জন্য আবেদন করা যাবে। এ আবেদন যাচাই করে তালিকা থেকে নাম বাদ দেয়া হবে।রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটি ও স্বাধীনতাবিরোধী তালিকার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর ব্যাখ্যা থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মঙ্গলবার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গণমাধ্যমে এ ব্যাখ্যা পাঠিয়েছে। রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম আসায় দুঃখ প্রকাশ করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।মন্ত্রী ব্যাখ্যায় বলেছেন, গত ১৫ ডিসেম্বর (রোববার) মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটি ও স্বাধীনতাবিরোধী ১০ হাজার ৭৮৯ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নতুন কোনো তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তালিকা থেকে যেভাবে পাওয়া গেছে, সেভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, এ তালিকায় বেশকিছু নাম এসেছে, যারা রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটি বা স্বাধীনতাবিরোধী নন, বরং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বা মুক্তিযোদ্ধা। এ ধরনের কোনো ব্যক্তির নাম তালিকায় কীভাবে এসেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ব্যাখ্যায় জানিয়েছেন আ ক ম মোজাম্মেল হক।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আরও বলেন,প্রকাশিত তালিকায় ভুলভাবে যদি কারও নাম এসে থাকে, আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই অন্তে তার/তাদের নাম এ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর রাজাকারের তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর রাজাকারের তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ৪৮ বছর পর রাজাকারের তালিকার প্রয়োজন হলো কেন? রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহারের জন্য এ তালিকা।

মঙ্গলবার বিকেলে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।মির্জা ফখরুল বলেন, রাজাকারের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সরকারের লোকেরা বলে এটা নাকি পাকিস্তানের তালিকা। পাকিস্তানের তালিকা হলে এটা বাংলাদেশের তালিকা হলো না।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বলে তারা মুক্তিযুদ্ধের ধারকবাহক কিন্তু এরাই দেশের সব গণতন্ত্র হত্যা করেছে। এরা ১৯৭৫ সালে বাকশাল কায়েম করে দেশের গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করেছিল। '৭৫-এ আওয়ামী লীগের সময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছিল সেই আওয়ামী লীগ এখন জোর করে ক্ষমতায় চেপে বসেছে। আমাদের লাখ লাখ দেশপ্রেমিক মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে এই দেশকে কারাগারে পরিণত করেছে।আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধকে একটি প্রোডাক্ট হিসেবে ব্যবহার করছে মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরে প্রকৃত রাজাকারদের বাদ দিয়ে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজাকারদের তালিকা তৈরি করেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

তিনি বলেন, আজকে এই র্যালির নেতৃত্ব দেয়ার কথা ছিল দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার, যিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী। যিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি ছিলেন। কিন্তু আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেশনেত্রীকে ছাড়াই এই র্যালিতে অংশ নিতে হচ্ছে।

এ সময় দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা অবশ্যই আমাদের গণতন্ত্রের মা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ।

আপনারা সব বিভেদ ভুলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার জন্য একটি ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলুন এবং এ সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশনেত্রীকে মুক্ত করুন।

সরকার পতনের আন্দোলন জোরদারের আহ্বান বিএনপি নেতা মোশাররফের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।সরকার পতনের আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

মঙ্গলবার বিকেলে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।মোশাররফ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা গণতন্ত্র আজ ক্ষমতাসীনদের কারণে ভুলুণ্ঠিত। সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনগণকে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।তিনি বলেন, একটি মিথ্যা মামলায় সরকারের নির্দেশে গণতন্ত্রের মা (মাদার অব ডেমোক্রেসি) দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে দেয়া হয়েছে। তিনি জামিনপ্রাপ্ত হলেও তাকে জামিন দেয়া হচ্ছে না। এই ফ্যাসিস্ট সরকারকে সরাতে না পারলে দেশনেত্রীকে মুক্ত করতে পারব না আমরা। দেশে গণতন্ত্রের মুক্তি হবে না।

বিএনপির সিনিয়র এই নেতা বলেন, অন্যায় অত্যাচারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পারলে খালেদা জিয়ার মুক্তি মিলবে না। যে যে অবস্থানে আছেন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকার পতনের আন্দোলন জোরদার করুন।

ডু অর ডাই সিচুয়েশনে যেতে হবে :বিএনপি নেতা গয়েশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনের জন্য ডু অর ডাই সিচুয়েশনে যাওয়ার তাগিদ দিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।তিনি বলেন, খালেদা জিয়াকে জেলে বন্দি রেখে আনন্দ-উল্লাস মানায় না। গণতন্ত্র, স্বাধীনতার চেতনা আজ ভুলুণ্ঠিত। খালেদাকে মুক্ত করতে ডু অর ডাই সিচুয়েশনে যেতে হবে।

মঙ্গলবার বিকেলে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার উদ্বোধনকালে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি একথা বলেন।গয়েশ্বর বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী গণতন্ত্রের মা বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে। আসুন আমরা 'ডু অর ডাই' রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে বেগম জিয়াকে মুক্ত করি।

ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব সারাজীবন বজায় থাকবে সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।।মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া ভারতীয় যোদ্ধা ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সহায়তাকারী রাশিয়ার নৌ সদস্যদের সঙ্গে সেনাপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ।

ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্ব এখন সর্বোচ্চ চুড়ায় আছে, তা সারাজীবন বজায় থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ।

মঙ্গলবার সেনাসদরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া ভারতীয় যোদ্ধা ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সহায়তাকারী রাশিয়ার নৌ সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে একথা বলেন সেনাপ্রধান।জেনারেল আজিজ বলেন, যুদ্ধপরবর্তী সময়ে রাশিয়ার ভূমিকা বাংলাদেশ সবসময় স্মরণে রাখবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যত গড়তে রাশিয়া এবং ভারতের যে সকল

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতার উপর আয়োজিত অনুষ্ঠানে একাংশ। ছবি- নিজস্ব।

দাম্পত্য অশান্তির জেরে দুই সন্তানকে মেরে আত্মঘাতী বাবা

সিউড়ি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : আদিবাসী ঘরেও 'গোপন' মোবাইল! সেই মোবাইল ই কাল হোল। কারন ভিন গাঁযের ছেলে টা ফোন করলেই 'আরতি' বাপের বাড়ি যাবার গল্প ফাঁদতো। ছেলে মেয়ে কে ছেড়ে হঠাৎ হঠাৎ চলে যেত। কিন্ত মোবাইল নাম্বার কাউকে দিত না। পরকীয়ার কথা গাঁযের লোকের মুখে শুনে ছিল আগেই। কিন্ত যেদিন নিজে দেখেছিল ঐ ছেলে টার সঙ্গে। সেদিন অনেক বুঝিয়েছিল 'সোম'। কিন্তু কাজ হয়নি।ফের চলে গেল দেখা করতে। শেষমেষ নিজের মেয়ে টাকে বড় ইস্কুলে ভর্তি করবার জন্য স্ত্রী কে ফোন করে ডেকে পাঠালেও এল না সে। তাই স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্কের অভিমানেই কি আত্মঘাতী! দুই ছেলে মেয়ে কে নিয়ে স্বামী? উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে ঘিরে সাংসারিক অশান্তি। অভিমানে দুই শিশু সন্তানকে বিষ খাইয়ে আত্মঘাতি বাবা।বীরভূমের সিউড়ি থানার ভালুকা গ্রামের ঘটনা। সোমবার রাতে গ্রাম থেকে দেড় কিলোমিটার দুরে কাঁদরের পারে বাবা ও দুই সন্তানের অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায় গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত বাবার নাম, সোম মারাণ্ডি, মেয়ে সানিয়া মারাণ্ডি (৯) এবং ছেলে রাকেশ মারাণ্ডি (৭)। গত শনিবার রাতে সোম তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে গ্রাম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে খোশবাসপুর গ্রামে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। দুদিন পর সোমবার সন্ধ্যায় খোশবাসপুর থেকে ভাল্লুকা গ্রাম আসার রাস্তায় একটি কাঁদর পাশে থেকে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু মাঝখানে ওই দুদিন ধরে তিনি কোথায় ছিলেন? কবেই বা তাঁদের মৃত্যু হয়েছে সেই সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোন উত্তর দিতে পারেন নি কেউই।

ওইদিন রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রাম থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি কাঁদরের কাছে ওই তিনজনের দেহ পরে থাকতে দেখে। গ্রামের বাসিন্দা সনৎ মুর্মু বলেন, 'সোমা মারাণ্ডি দেহের অর্ধেক টা জলে পেরেছিল। ছেলে মেয়ে টা দেহ পারে পেরেছিল। মেয়ে টার মুখ টা ফুলে গেছে। নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে গেছে। আমরা পুলিশকে খবর দি'। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ সোমের স্ত্রীর বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্কের কারণেই দুই সন্তানকে নিয়ে অভিমানে আত্মঘাতী হয়েছে। অথবা তাঁকে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে।

মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সোম মারাণ্ডি সিউড়ি ১ ব্লকের কড়িধ্যা পঞ্চায়েতের ভালুকা গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় দিন মজুর সোম মারাণ্ডির সঙ্গে ১৪ বছর আগে পারুই থানা এলাকার বাতিকার গ্রামের বাসিন্দা আরতী মারাণ্ডির বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক বছর পর আরতীর এক

ছয়ের পাতায়

রোবট পরিষ্কার করবে কলকাতার নিকাশি, নয়া উদ্যোগ পুরসভার

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আর মানুষ নয়, এবার রোবট পরিষ্কার করবে শহর কলকাতার নর্দমা। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। এমন পদক্ষেপই নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। কেরলের পর কলকাতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই রোবটের পোশাকি নাম ব্যান্ডিকোট রোবট।মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং জানিয়েছেন, 'দশটি ব্যান্ডিকোট রোবোটিক ম্যানহোল ডিসিলটিং মেশিন নিকাশি বিভাগ কিনবে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বেশ কিছু জায়গায় এর ব্যবহার করা হবে'। তারক বাবু জানান, নিকাশি নালায় ম্যানহোলের নিচে অনেক বেশি পরিমাণ পাক ও আবর্জনা জমে গেলে ম্যানহোল ডিসিলটিং মেশিন দিয়ে তা সম্পূর্ণ উত্তোলন করা যায় না। সেক্ষেত্রে এতদিন মানুষ নামিয়ে নালা পরিষ্কার করা হত। কিন্তু এবার থেকে এই রোবোট দিয়ে নালা পরিস্কারের কথা ভাবা হচ্ছে। আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে ১০টি রোবট আনা হবে কলকাতায়। যদি এই পরীক্ষামুলক উদ্যোগ সফল হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে আরও কিছু রোবট কেনা হবে বলেই পুরসসভা সুত্রে খবর। নিকাশি বিভাগ সূত্রের খবর, এক একটি রোবোটিক ম্যানহোল ডিসিলটিং মেশিন কিনতে পুরসভার ১৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

কলকাতা মানেই বলিউড বোঝে হাওড়া ব্রিজ

'হাওড়া ব্রিজ কতগুলো স্ক্রু দিয়ে তৈরি?'ছয়ের বা সাতের দশকে এ ছিল এক অতি পরিচিত 'জামাই—ঠকানো' প্রশ্ন। যে প্রশ্ন করে নিয়মিতই ভড়কে দেওয়া হত চাকুরি প্রার্থী যুবকদের ইন্টারভিউ বোর্ডে।যার সাক্ষ্য ধরা আছে জনপ্রিয় বাংলা সিনেমার ইন্টারভিউ ---সিকোয়েন্সে। নায়ককে পর্যুদস্ত করা হচ্ছে ওই প্রশ্নবাণে। এ প্রশ্ন আক্ষরিক অর্থেই 'জামাই—ঠকানো' এই জন্য, কারণ হাওড়া ব্রিজে কোনও স্ক্রু বা নাটবল্টু নেই। না, গোটা ব্রিজেই নেই। কারণ এ ব্রিজ বানানো হয়েছে লোহার সঙ্গে লোহাকে 'রিভেট' করে বা ঝালাই করে জুড়ে।হাওড়া ব্রিজের আগে গঙ্গা নদীর ওপরে ছিল পন্টুন ব্রিজ, যা এক ধরনের অস্থায়ী ছোট সেতু। ১৯৩৬ সালে তার জায়গায় শুরু হয় পাকাপোক্ত লৌহনির্মিত হাওড়া ব্রিজ তৈরির কাজ। ছয় বছর কাজ চলে ১৯৪২—এ শেষ হয় ব্রিজ। আর তা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৯৪৩ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি। ৭০৫ মিটার লম্বা আর ৩১ মিটার চওড়া এই ব্রিজ পুরোটাই স্টিলে তৈরি। তৈরি করেছিল ব্রেথওয়েট, বার্ন অ্যান্ড জেশপ---এর মতো নামী কোম্পানি। কোনও কাঠ নেই। নাম হাওড়া ব্রিজ হলেও দেখভালের দায়িত্ব কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের। ৮২ মিটার উঁচু হওয়ায় এর নীচ দিয়ে বড় জলযানদের যেতে অসুবিধা হয় না। ১৯৬৫—র জুনে অবশ্য এ ব্রিজের একটা পোশাকি নাম দেওয়া হয়। 'রবীন্দ্র সেতু'। তবে সে নাম কাগজে কলমে ওই ভাল নাম হয়েই রয়ে গেছে। বাঙালির মুখে মুখে আজও এ ব্রিজ হাওড়া ব্রিজ।এই ব্রিজ নিয়ে আরও একটা 'জামাই—ঠকানো' প্রশ্ন আছে। হাওড়া ব্রিজ কে উদ্বোধন করেন? আসলে এই ব্রিজের কোনও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন। ভয় ছিল জাপান যদি বোমা ফেলে। ব্রিজ তৈরিতে খরচ হয়েছিল তৎকালীন আড়াই কোটি টাকা। লেগেছিল ২৬,৫০০ টন স্টিল। এটি বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম কান্টিলিভার ব্রিজ। যা দিয়ে প্রতিদিন আনুমানিক তিন লক্ষ যানবাহন আর সাড়ে চার লক্ষ পথচারী যাতায়াত করে।দক্ষিণাও এসেছেব্রিজ খুলে দেওয়ার পরে প্রথম যে গাড়িটি পার করেছিল হাওড়া ব্রিজ তা একটি জনশূন্য ট্রাম। ট্রাম। কলকাতার আরেক 'রেট্রো' চিহ্ন।আর এই তো ছ দিন আগে এই ব্রিজ দাপিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে গেলেন আমির খান। 'লাল সিং চাড্ডা'র ছদ্মবেশে। শুটিংয়ের প্রয়োজনে। রবিবার। ছুটির দিনের ভোর। তবু ভিড় জমে গিয়েছিল ব্রিজের ওপর।আমিরই প্রথম নন অবশ্য। হাওড়া ব্রিজ হিন্দি ছবির কাছে এক 'লোকেশন---কোহিনূর' সেই পাঁচের দশক থেকেই। আর এই 'ট্রেন্ড'---এর মিনার তৈরি এক প্রবাসী বাঙালি পরিচালকের হাতেই। পরিচালকের নাম শক্তি সামন্ত। ছবির নাম 'হাওড়া ব্রিজ'। ব্যস, প্রচ্ছদপট তৈরি। সেটা ১৯৫৮ সাল। নায়কও বাঙালি। অশোককুমার। নায়িকা মধুবালা। ছবিতে গান ছিল 'শুনো জি ইয়ে কলকাত্তা হ্যায়'। মহঃ রফির গাওয়া।হাওড়া ব্রিজের ওপর তখন ঘোড়ার গাড়ি চলত। চালক ওমপ্রকাশ এই গান গাইছে।সেটা তো ১৯৫৮ সালের কথা। অনেকেই হয়তো খেয়াল করেননি। এ ছবির মুক্তির ৬০ বছরের মাথায় মুক্তি পেয়েছিল একই নামের আরও এক ছবি 'হাওড়া ব্রিজ'। এ ছবি তৈরি হয়েছিল অবশ্য তেলুগুতে। শুটিং হয়েছিল কিন্তু হাওড়া ব্রিজকে ব্যাক ড্রপে রেখেই। ছবি মুক্তি পায় ২০১৭—য়। আর ২০১৮—য় মুক্তি পায় একই ছবির আরেক রিমেক 'হাওড়া ব্রিজ' নামেই। এবার তামিল আর মালয়ালাম ভাষায় দ্বিভাষিক ছবি হয়ে। সব কটি ছবিই হিট হয়।এই শহরের প্রতীকহাওড়া ব্রিজের এই এক মজা। সেখানে ছবি শুট হলেই হিট। এ নিয়ে একটা মজার সংস্কার রয়েছে মুম্বইয়ের ফিল্মমেকার মহলে। শক্তি সামন্ত ১৯৫৮ সালে যেমন 'হাওড়া ব্রিজ' বানিয়ে হিট পান, তেমনই শক্তি সামন্তের আরেক সুপারহিট ছবি 'অমরপ্রেম'---এও এক গানের দৃশ্যে আসে হাওড়া ব্রিজ। 'চিঙ্গারি কোই ভড়কে' গানের সেই অমর দৃশ্যে। গুরু দত্তের 'পিয়াসা'য় আসে। বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমিন'---এও আসে।আসলে ক্রমশ হাওড়া ব্রিজ হয়ে ওঠে এই শহরের 'সিগনেচার মার্ক'। মনুমেন্ট নয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নয়, এমনকি শিয়ালদা স্টেশনও নয়। কলকাতার পরিচিতি চিহ্ন হয়ে ওঠে হাওড়া ব্রিজের আর্চগুলো। হায়দরাবাদের যেমন চারমিনার গেট, মুম্বইয়ের সি বিচ, দিল্লির লালকেল্লা, তেমনই আমাদের গঙ্গাপারের হাওড়া ব্রিজ। ওপরে বলা প্রতিটি ছবিই 'কাল্ট' হয়ে গিয়ে এই চিহ্নকে চিরায়ত করে তুলেছে।একমাত্র যতদূর মনে পড়ছে, প্রমোদ চক্রবর্তীমশাই যখন ধর্মেন্দ্র—মিঠুন—ড্যানিকে নিয়ে 'তিনমূর্তি' বানিয়েছিলেন, তিন নায়কের কলকাতা সফরের গানে কালীঘাট ছিল, ধর্মতলা ছিল, বৌবাজার ছিল, শিয়ালদাও ছিল। ছিল না শুধু হাওড়া! দুর্জনেরা কানাকানি করে, মুম্বইয়ের দুই সমসাময়িক পরিচালক শক্তি সামন্ত আর প্রমোদ চক্রবর্তীর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এর জন্য দায়ী। শক্তিবাবুর 'হাওড়া ব্রিজ'কে ছাপিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রমোদবাবু। ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন সে নামের স্মৃতি।মাঝে একটু ভাটা এসেছিল। আবার বলিউডে হাওড়া ব্রিজ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ২০০৪---এ।সেদিন অমিতাভ২০০৪---এ মণি রত্নম বানান 'যুবা'। এ ছবির নাম ঠিক করেছিলেন আগে 'হাওড়া ব্রিজ'—ই রাখবেন। গঙ্গা পারের দুই শহর জুড়ে গল্প। ফলে ঠিকঠাকই নাম হত। বিশেষত ছবির কেন্দ্রবিন্দু যে ঘটনা তা ঘটছে হাওড়া ব্রিজের ওপরেই। তবু মণি শেষমেশ নাম বদলান, কারণ তাঁকে কেউ কেউ বোঝান যে দর্শক ভাবতে পারে এ ছবি পুরনো 'হাওড়া ব্রিজ'---এর রিমেক। বড় হিট হয় 'যুবা'। আর এর পরের বছরই প্রদীপ সরকারের 'পরিণীতা'য় চলে আসে হাওড়া ব্রিজ। শরৎচন্দ্রের মূল গল্পে হাওড়া ব্রিজ ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না। কারণ তখন ওই ব্রিজ তৈরিই হয়নি। প্রদীপ সরকার চিত্রনাট্যে হাওড়া ব্রিজ এনে দিলেন।প্রথম পর্বে যদি পর্দায় হাওড়া ব্রিজের মেন্টর হন শক্তি সামন্ত, এই পর্বে তবে সেই ভূমিকায় এলেন মুম্বই প্রবাসী দুই বাঙালি পরিচালক। সুজিত সরকার আর সুজয় ঘোষ। সুজিতের 'পিকু' আর সুজয়ের 'কাহানি' দুয়েরই প্রধান পাত্র—পাত্রীরা বাঙালি। সুজয়ের পরের ছবি 'তিন'—এ তো হাওড়া ব্রিজে ভোরবেলা শুটিং করতে এলেন স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন। সব সাবধানতা টপকে খবর ছড়িয়ে যায়। ওই ভোরেও ভিড়ে ভিড় ব্রিজের ওপর। অমিতাভ ভক্তদের দখলে তখন সব। ঠিক এবারও যেমনটা ঘটল আমির খান 'লাল সিং চাড্ডা' হয়ে ভোরবেলা শুটিং করতে গিয়ে।'লাভ আজকাল', 'বরফি', 'লুটেরে', 'গুন্ডে', 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী' তালিকায় চোখ বোলান, বুঝবেন কেন বক্স অফিসের বাজারে হাওড়া ব্রিজকে লাকি চার্ম ভাবা হয়।আফশোস একটাই। গেঁয়ো যোগী ভিখ পেল না। আর বাংলা ছবিও সেভাবে হাওড়া ব্রিজকে ব্যবহার করতে পারল না।কৌতূহল একটাই। কত রকম ডকুফিচার হচ্ছে। হাওড়া ব্রিজের 'মেকিং' নিয়ে পর্দায় 'পিরিয়ড পিস' হবে কি?

বন্ধুদের সঙ্গে না মেশায় মার খেতে হতো কারিশমাকে!

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ মারধর করতেন স্বামী। গায়ে কালো দাগ পড়ে যেত। কিন্তু লোককে বুঝতে দেয়া চলবে না। তিনি যে "অভিনেত্রী"। তাই মেকআপ করে ঢাকতে হতো সেই দাগ। বাইরে থেকে জীবনটা জমকালো দেখালেও ভেতরে ভেতরে এমন ভাবেই দিন কেটে যেত এক সময় ভক্ত হৃদয়ে জায়গা করে নেয়া বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের।স্বামী সঞ্জয় কাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক এমনটাই তিক্ত হয়ে গিয়েছিল যে ২০১৬ সালে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাদের। এরপরেই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। কারিশমার ছেলের তখন ছয় মাস, তায় অসুস্থ। স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় যাওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু অসুস্থ ছেলেকে ফেলে আমেরিকা যাওয়া সেই মুহূর্তে কারিশমার পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিল না। ওই অবস্থায় কারিশমাকে ফেলে রেখে সঞ্জয় রেগে গিয়ে একাই চলে যান সেখানে। ছেলে একটু সুস্থ হলে কারিশমা সেখানে পৌঁছান। এমনও হয়েছে হোটেলে রাতের পর রাত ফেরেননি সঞ্জয়। কোথায় গিয়েছেন, জানানোর প্রয়োজনও মনে করেননি। ছেলে কেমন আছে সে বিষয়েও খুব একটা আগ্রহ্যও দেখাননি তিনি। এমনকি হানিমুনের সময় নাকি ভাইয়ের সঙ্গে সঞ্জয়ের আলোচনা হচ্ছিল কারিশমাকে কত টাকা আয় করে বাড়ি নিয়ে আসবেন।

রাতভর কার্তিকের সঙ্গে পার্টি, বাড়ি থেকে বেরিয়েই ক্যামেরার ফ্ল্যাশে অনন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেলিব্রিটি মানেজার রোহিনি আইয়ারের জন্মদিন ছিল। রোহিনির জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে হাজির হন বলিউডের একাধিক সেলিব্রিটি।) দীপিকা পাডুকন, হৃত্বিক রোশন থেকে কার্তিক আরিয়ান, রোহিনির জন্মদিনের পার্টি ছিল কার্যত তারকা-খচিত।

সলিব্রিটি ম্যানেজারের জন্মদিনের পার্টি থেকে যখন একে একে সবাই বিদায় নিতে শুরু করেন, সেই সময় রোহিনির বাড়িতে রয়ে যান কার্তিক আরিয়ান এবং অনন্যা পান্ডে। রোহিনির বাড়িতে প্রায় গোটা রাত হুল্লোড়ের পর অবশেষ সেখান থেকে বের হন, (ঙ্ক্ষ্রথ্দ্রাথ ঞ্ঝথদ্রত্মথা) অনন্যা, কার্তিক। রোহিনির বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরই পাপারাতজির ক্যামেরায় ধরা পড়েন বি টাউনের এই দুই সেলেব। (জ্ঞথন্ঙ্খদ্ধ ঙ্খথনথদ্র) কার্তিক যখন ক্যামেরার দিকে না তাকিয়ে, চটপট গাড়িতে উঠে

পড়েন, সেই সময় অন্য ছবি দেখা যায় অনন্যার ক্ষেত্রে।অনন্যার মুখে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ পড়তেই, পোজ দিতে শুরু করেন অভিনেত্রী।

শুধু তাই নয়, পাপারাতজিকে দেখে অনন্যা যখন শুভ রাত্রি বলতে যান,সেই সময় বাধা দেওয়া হয় তাঁকে। অভিনেত্রীকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, রাত আর নেই।

তিনি যখন পার্টি করে বেরোচ্ছেন, তখন রাত কেটে সকাল হয়ে গিয়েছে।এদিকে কার্তিক আরিয়ান, ভূমি পেদনেকরের সঙ্গে পতি পত্নী অউর ও-র পর অনন্যার হাতে বর্তমানে কোন প্রজেক্ট রয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

"আগের ছবিগুলোর জন্যই "বাহুবলী" পেয়েছিলাম"

কন্নড়, মালয়ালম, তেলুগু ছবির পরিচিত মুখ তিনি। নব্বইয়ের দশকে কাজ করেছেন মহেশ ভট্টের "চাহত" ছবিতেও। তবে দেশের যে কোনও প্রান্তের দর্শক তাঁকে চেনেন "বাহুবলী" ফ্র্যাঞ্চাইজির শিবগামী রূপে। নতুন ওয়েব সিরিজ "কুইন"-এ শক্তি চিদম্বরমের চরিত্রে দেখা যাবে রম্যা কৃষ্ণনকে। বলা হচ্ছে, জয়ললিতার জীবনের আধারে তৈরি হচ্ছে সিরিজটি। """অনিতা শিবকুমারণের লেখা "কুইন" বইটিকে ভিত্তি করে এই সিরিজ তৈরি হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে মিল থাকলেও থাকতে পারে,"""" মত রম্যার। "থালাইভি" ছবিতে কঙ্গনা রানাউতও জয়ললিতার চরিত্রে। তবে তাঁর সঙ্গে তুলনায় যেতে রাজি নন রম্যা।"বাহুবলী"র পরে জীবন কতটা বদলেছে? এক গাল হেসে বললেন, """ছেলে ছোট ছিল বলে আমি টেলিভিশনে অনেক শো করতাম। অভিনয় আর প্রযোজনা দুটোই। কিন্তু "বাহুবলী"র পরে এত ধরনের ছবি পেয়েছি যে, টিভির জন্য সময় নেই।"""" চল্লিশোর্ধ অভিনেত্রীদের জন্য হিন্দি বা দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের সুযোগ কতটা? """আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে। অনেক ধরনের চরিত্র লেখা হচ্ছে।"""" ভাষা ছাড়া হিন্দি ও দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে খুব একটা ফারাক দেখেন না তিনি।শিবগামীর আগেও অনেক বলিষ্ঠ নারীচরিত্র করেছেন রম্যা। """আমার আগের ছবিগুলোর জন্যই রাজামৌলীর মতো পরিচালক ওই চরিত্রে আমাকে বেছেছিলেন। আবার শিবগামীর জন্যই পরের ছবিগুলো পেয়েছি।"""" অভিনেত্রী মনে করেন, নানা ফর্মুলা ভেঙে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি "নো-ফর্মুলা"র দিকে এগোচ্ছে। যার জন্যই অনেক ছকভাঙা ছবিও বক্স অফিসে সাফল্য পাচ্ছে। তাঁর পছন্দের অভিনেতার তালিকায় রয়েছেন আলিয়া ভট্ট, রণবীর সিংহ, ভিকি কৌশল প্রমুখ। শেষ দেখা পছন্দের হিন্দি ছবি "অন্ধাধুন"।দক্ষিণী শিল্পীদের অনেকেই সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। """এই মুহূর্তে তেমন কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই,"""" সাফ উত্তর অভিনেত্রীর।

মাত্র ২ মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়বেন,চেষ্টা করেই দেখুন একবার

নিয়মিত, পর্যাপ্ত ঘুম হয়- এমন মানুষ মনে হয় এই যুগে কমই পাওয়া যায়। জীবনযাপনের স্ট্রেস, স্বাস্থ্য সমস্যা সর্বোপরি সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানিতে অনেকেই রাত জাগেন। ঘুমানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা ঘুমান না। কিন্তু কিছু মানুষ কিন্তু চাইলেও ঘুমাতে পারেন না।তারা নিজেদের স্ট্রেস কম রাখার চেষ্টা করেন, স্বাস্থ্যের যত্ন নেন, ঘুমাতে যাবার আগে মোবাইল ফোনটা অফ করে দেন, বই পড়েন, বালিশ রোদে দেন। এরপরেও তাদের ঘুম আসতে চায় না। ঘুম না আসার হতাশায় যারা ভুগছেন, তারা জেনে নিতে পারেন একটি কৌশল।এই কৌশলটি হলো নিঃশ্বাসের একটি ব্যায়াম, যার নাম ৪-৭-৮ টেকনিক। কী ভাবে এই ব্যায়াম করবেন?প্রথমে আপনার জিহবার ডগা দিয়ে ওপরের পাটির দাঁতের ঠিক পেছনে থাকা মাংসে চাপ দিন ও মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের করুন।

মেয়ের আবদারে জামাই রাজের 'ধর্মযুদ্ধ' সিনেমায় বিশেষ চরিত্রে শুভশ্রীর বাবা

গ্রামের এক প্রবীণ মহিলার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন একটি মেয়ে। সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি গ্রামেরই এক মাতব্বর। স্বভাবতই একেবারে দলবল নিয়ে ওই মহিলার বাড়িতে চড়াও হলেন মাতব্বরটি। শোনা যাচ্ছে, এই মাতব্বরের চরিত্রেই অভিনয় করছেন অভিনেত্রী শুভশ্রীর বাবা দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। অভিনয় জগতে একেবারে নতুন মুখ তিনি। মেয়ের আবদারে জামাই রাজ চক্রবর্তীর ছবি 'ধর্মযুদ্ধ'---এ অভিনয় করছেন দেবপ্রসাদবাবু। আর এ নিয়েই বেশ শোরগোল পড়ে গেছে রাজের শ্বশুরবাড়ি পূর্ব বর্ধমান শহরে। এই বর্ধমান শহরেরই মেয়ে বাংলার রুপোলি পর্দার গ্ল্যামার কুইন অভিনেত্রী শুভশ্রী। বর্ধমানের মানুষ তাঁকে ঘরের মেয়ের মতোই ভাবেন। তাঁর বাবা আরেক ঘরের লোক সিনেমায় নামছেন জেনে যার পর নাই উৎফুল্ল বর্ধমান শহরের মানুষ।এক বছর আগেই রাজ ও শুভশ্রীর জাঁকজমক করে বিয়ে হয়েছে। এদিকে, দেবপ্রসাদবাবু সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। অবসর নেওয়ার পর স্বভাবতই তাঁর টালিগঞ্জ পাড়ায় মেয়ের আউটডোর ও ইন্ডোর শুটিংয়ে যাতায়াত একটু বেড়ে যায়। এতে ছায়াছবি জগতের নামিদামি মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচিতিও ঘটে। বিনয়ী দেবপ্রসাদবাবু সকলের সঙ্গে সহজেই আন্তরিকতার সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। এরই মধ্যে তাঁর জামাই রাজ চক্রবর্তী 'ধর্মযুদ্ধ' নামে একটি ছায়াছবি করবেন বলে প্রস্তুতি নেন। তাতে গ্রামের এক মাতব্বরের চরিত্রে শ্বশুর মশাইকেই ভাল মানাবে বলে চিন্তাভাবনা করেন রাজ। এরই মধ্যে বাড়ির অন্দরে সেই মনের কথা শ্বশুর মশাইয়ের কাছে প্রস্তাব হিসেবে তুলে ধরেন জামাই। প্রথমে দেবপ্রসাদবাবু সেই প্রস্তাব শুনে অনেকটা আকাশ থেকেই পড়েন। আবার জামাইয়ের ঠাট্টা ভেবে 'ওসব হবে না' বলে প্রথম একটু পাশ কাটিয়েও যান। কিন্তু নাছোড় তাঁর আদরের মেয়ে শুভশ্রী। বাংলার জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী তাঁর বাবার কাছে জামাইয়ের ছবিতে অভিনয়ের আবদার করে বসলেন। মেয়ের আবদার বলে কথা! তা আর ফেরাতে পারেননি দেববাবু। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই মেয়ে---জামাইয়ের ধর্মযুদ্ধে নামলেন দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।যত দূর জানা গেছে, তিনি মেয়ে---জামাইয়ের মান রেখেছেন অভিনয়ে। কারণ, শুভশ্রীর অভিনয়ের প্রথম দিন থেকেই তাঁর যাতায়াত ছিল এই ক্ষেত্রটিতে। এতে বয়সের সঙ্গে তাঁর কিছুটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে। স্বভাবতই অভিনয় করতে গিয়ে তাঁকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। এই 'ধর্মযুদ্ধ' ছায়াছবিতে অবশ্যই তাঁর মেয়ে শুভশ্রী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। আরও দুই নায়ক এই সিনেমায় রয়েছেন একজন সোহম ও অন্যজন ঋত্বিক। গোটা সিনেমার শুটিংপর্ব ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন চলছে সম্পাদনার পালা। সামনের মার্চ মাসে ধর্মযুদ্ধ মুক্তি পেতে চলেছে সগৌরবে।বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের সহ---সভাপতি অনন্ত মণ্ডল বলেন, 'অভিনেত্রী শুভশ্রীর বাবা অভিনয় জগতে পা রেখেছেন শুনে খুব ভাল লাগছে। তিনি যে সিনেমায় অভিনয় করুন না কেন, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দিয়ে যদি তিনি দর্শকের মন জয় করতে পারেন, তা হলে বর্ধমানবাসী হিসেবে নিশ্চয়ই আমরা গর্বিত বোধ করব। বর্ধমান আরও একজন অভিনেতাকে পাবে। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে!'

জাজের "মাসুদ রানা" করছেন না শ্রদ্ধা কাপুর

দুর্ধর্ষ থ্রিলার "মাসুদ রানা" সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন শ্রদ্ধা কাপুর। জাজ মাল্টিমিডিয়া এই ঘোষণা দেওয়ার পর গুঞ্জন রটেছিল, সিনেমাটির বিষয়ে নাকি শ্রদ্ধা জানেনই না। শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনই সত্যি হলো। গতকাল শনিবার জাজ মাল্টিমিডিয়ার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে জানানো হয়, "মাসুদ রানা" সিনেমায় অভিনয় করছেন না শ্রদ্ধা।জাজ মাল্টিমিডিয়া জানায়, শুটিংয়ের সময় পরিবর্তনের কারণে সিনেমাটিতে অভিনয় করতে পারবেন না শ্রদ্ধা কাপুর। বাংলাদেশে যৌথ প্রযোজনার নীতিমালা অত্যন্ত জটিল হওয়ার কারণে "মাসুদ রানা"র জন্য এখনো সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

রবিবার এই আবেদন করা হবে এবং এই অনুমতি পাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে জানানো হয় ফেসবুকের এই পোস্টে।

ইনস্টাগ্রাম থেকে বলিউড তারকাদের আয় কত জানেন ?

ইন্সাগ্রাম থেকে বলিউড তারকারা মোটা টাকা আয় করেন। তবে জানেন কী কোন তারকা কত টাকা আয় করেন। চলুন জেনে নিই।প্রিয়াঙ্কা চোপড়া: বলিউডের পাশাপাশি হলিউডেও এখন পরিচিত মুখ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ইনস্টাগ্রামে তার অনুসারী সংখ্যা ৪ কোটির উপরে। প্রতিটি স্পন্সর্ড পোস্টের জন্য তিনি পান প্রায় ১.৮৭ কোটি রুপি। ইনস্টাগ্রাম থেকে প্রতি পোস্টের জন্য সর্বোচ্চ আয় করা তারকাদের তালিকায় শীর্ষ ২০ জনের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।শাহরুখ খান: বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। বিশ্বে তার কোটি কোটি ভক্ত। ইনস্টাগ্রামেও এর ব্যতিক্রম নয়। ফটো শেয়ারিং এই সাইটে তার অনুসারীয় সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। প্রতি পোস্টের জন্য সর্বোচ্চ ১ কোটি রুপি পান

তিনি।আলিয়া ভাট: নির্মাতা মহেশ ভাটের মেয়ে আলিয়া ভাট। খুব অল্প সময়ে বলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। সিনেমার পাশাপাশি নানা কারণেই আলোচনায় থাকেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে তারও ৪ কোটির উপরে অনুসারী রয়েছে। প্রতি পোস্টের জন্য রাজি সিনেমাখ্যাত এই অভিনেত্রী পান ১ কোটি রুপি।অমিতাভ বচ্চন: বিগ বিখ্যাত এই কিংবদন্তি অভিনেতা তার ব্লগ ও মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে বেশি সক্রিয়। তবে ইনস্টাগ্রামে তার অনুসারী সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। প্রতিটি স্পন্সর্ড পোস্টের জন্য তিনি পান প্রায় ৪০-৫০ লাখ রুপি।

দু"ঘণ্টার মধ্যে বিস্ফোরণে উড়ে যাবে সলমনের বাড়ি! ই-মেলের হুমকিতে ছড়াল উত্তেজনা

সলমন খানের বাড়িতে বোমা রাখা। আগামী দু"ঘণ্টার মধ্যে বিস্ফোরণে উড়ে যেতে পারে গ্যালাক্সি। আটকানোর ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখান। ঠিক এভাবেই ই-মেলে এল হুমকি। যা নিয়ে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ায় সলমনের পরিবারে।কিন্তু সল্লু মিঞার ভক্তদের জন্য সুখবর হল, তাঁর বাড়িতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে সকলে বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। এবার প্রশ্ন হল কে এমন কাণ্ড করল? পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ১৬ বছরের এক কিশোর এই ভুয়ো হুমকি ই-মেল করেছিল। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বাসিন্দা সে। ভুয়ো মেল করার অভিযোগে তাকে আটক করে বান্দ্রা থানার পুলিশ।গত ৪ ডিসেম্বর ওই কিশোর মুম্বই পুলিশকে মেলটি পাঠিয়েছিল। সে লেখে, মেলটি পাঠানোর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সলমন খানের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট বিস্ফোরণে উড়ে যাবে। আটকানোর হলে আটকে নিন। এমন মেল পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার ডঃ মনোজ কুমার শর্মা-সহ পুলিশের একটি দল ও বম্ব স্কোয়াড দ্রুত সলমনের বান্দ্রার বাড়িতে পৌঁছায়। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না দাবাং খান। বাবা সেলিম খান, মা সালমা খান, বোন অর্পিতা-সহ ভাইজানের গোটা পরিবারকে বের করে এনে শুরু হয় তল্লাশি। দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু উদ্ধার হয়নি। বান্দ্রা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "প্রায় তিন-চার ঘণ্টা ধরে আমরা অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি কোণ খুঁজেছি। তারপর অভিনেতার পরিবারকে ঘরে ঢুকতে বলা হয়।" পুলিশ নিশ্চিত করেছে, বোমার হুমকি সম্পূর্ণ ভুয়ো ছিল।

মেলের সূত্র ধরে গাজিয়াবাদ থেকে আটক করা হয় অভিযুক্ত কিশোরকে। পরে তিস হাজারি আদালতে তোলা হয় তাকে। অভিযুক্তের দাদার সঙ্গে কথা বলার পর ফাইনাল রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় জুভেনাইল কোর্টে। এরপর শর্তসাপেক্ষে কিশোরকে ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।এর আগে গত সেপ্টেম্বরে কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলার শুনানির আগে ফেসবুকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল সলমন খানকে। গ্যারি শুটার নামের এক ব্যক্তি একটি ফেসবুক পেজে সলমনকে খুনের হুমকি দিয়ে পোস্টটি করেছিল। পরে এই হুমকি বার্তা আবার হিন্দি ভাষায় "সোপু" নামে একটি গ্রুপের তরফে পোস্ট করা হয়। তাদের বক্তব্য, সলমন ভারতীয় আইনবিধি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কিন্তু বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের আইন থেকে তার মুক্তি নেই। এবার ভুয়ো হুমকি ই-মেলে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হল সুপারস্টারের পরিবার।

মঙ্গলবার বাম ছাত্র যুব সংগঠনের নাগরিকত্ব বিল নিয়ে এক বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

এই লুঙ্গি পড়া সন্ত্রাসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ করবে , অভিযোগ দিলীপের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): লুঙ্গি সন্ত্রাস বন্দ না হলে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপবাবু বলেন, 'আগামী দিনে এই লুঙ্গি পড়া সন্ত্রাসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। উনি সব জানেন।'
নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসির প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরেই অশান্ত বাংলা। তুলনামূলকভাবে মঙ্গলবার খানিকটা হলেও পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আন্দোলনের নামে গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করে আন্দোলনকারীরা। বাস, ট্রেনে ভাঙচুরের পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, 'ভাঙচুরের রাজনীতি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমদানি করা। তিনিই তো ভাঙচুর করতে শিখিয়েছিলেন। চারদিন ধরে ভাঙচুর চলল, ব্যবস্থা নিলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'
সাংসদদের অন্ধকারে রেখে নাগরিকত্ব বিল পেশ হয় বলে মঙ্গলবার অভিযোগ করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সাংসদদের ভূমিকা নিয়ে এদিন পাল্টা প্রশ্ন তোলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। মমতার অভিযোগ প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, 'উনিই তো যা খুশি করেন।
বিভিন্ন দল সংসদদের হাজিরার জন্য হুইপ জারি করেছিলঊ সংসদে কোন দিন সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল পেশ হবে এক সপ্তাহ আগে থেকেই তা সকলে জানতেন। একাধিক সংবাদমাধ্যমেও তা নিয়ে আলোচনা চলে। সংসদে নাগরিকত্ব বিল পেশের সময় তৃণমূল সাংসদরা অনুপস্থিত ছিলেন।' তিন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, "ওঁরা কী করে বক্তব্য রাখলেন? কেন আট জন সাংসদ ভোটাভুটিতে এলেন না? আপনি (মমতা) দু'দিকে খেলছেন। দুই নৌকোয় পা দিলে হবে না। পরিস্কার বলুন কী চান? একদিকে উদ্বাস্তদের, অন্যদিকে মুসলিমদের তোষণ করছেন।'
এরই পাশাপাশি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মানুষের সমর্থন কমছে বলেও মঙ্গলবার দাবি করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, 'উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতেই কেন্দ্রের নয়া আইন। অধিকাংশ মানুষই তা বুঝতে পেরেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে এখন ভিড় কমেছে।'

আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দ্রুত কমবে তাপমাত্রা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স): আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দ্রুত কমবে তাপমাত্রা। পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বুধবারের পর থেকে তীব্র হতে পারে শীতের দাপট। সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে পারদ নিম্মমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
শীতের দাপট না পড়লেও শহরের আংশিক মেঘলা আকাশ ঢেকেছে বিক্ষিপ্ত কুয়াশায়। যদিও বুধবার পরবর্তীতে আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। অনুকূল আবহাওয়ায় জাঁকিয়ে পড়বে শীত, এমনটাই আশা করা যাচ্ছে। তবে কতদিন থাকবে শীতের এই দাপট সেটাই এখন চিন্তার বিষয় রাজ্যবাসীর। যদিও ভারতের উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলোতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে শীতের দাপট। শৈত্য প্রবাহ চলছে জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডেও। রাজ্যের উত্তরভাগ সিকিম এবং সংলগ্ন এলাকাতেও তুষারপাতের ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
আজ কলকাতার তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি ওপরে। আংশিক মেঘলা আকাশ ও সকালের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর পশ্চিমের রাজ্যগুলোতে শৈত্যপ্রবাহ চলবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে শৈত্যপ্রবাহ চলছে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়, দিল্লি, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, উত্তর রাজস্থানে 'কোল্ড-ডে' পরিস্থিতি। আজ থেকে শৈত্যপ্রবাহ ধীরে ধীরে কমবে। উত্তুরে হাওয়া তে ভর করে সেই শীতের আমেজ আসবে রাজ্যে। এই শীতল হাওয়া এসেই রাজ্যে তাপমাত্রা একধাক্কায় কমিয়ে দেবে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লির শহর রাজ্যগুলিতে ঘন কুয়াশা। মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা থাকবে বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশাতেও। পূবালী হওয়ার জেরে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে। তামিলনাড়ু পুদুচেরি কেরালাতে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বুধবার কলকাতার আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। মঙ্গলবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন,১৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ বেশি । বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৫ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৬১ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

সারা দিন অপেক্ষা করেও মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবের দেখা নেই, টুইট করলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): মঙ্গলবার সারা দিন অপেক্ষা করেও মুখ্যমন্ত্রী অথবা মুখ্যসচিব কারও দেখা পেলেন না রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরঊ অবশেষে সন্ধ্যার মুখে একটি টুইটে এ ব্যাপারে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল।
টুইটে লিখেছেন, মুখ্যসচিব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন একটা নাগাদ রাজ্য পুলিশের প্রধানকে নিয়ে রাজভবনে আসবেনঊ এর পর নতুন একটা আভাস মেলেঊ কিন্তু তার পর আর কোনও কথা হয়নিঊ জনস্বার্থে কখনও কখনও ধৈর্য ধরাটা একটা গুণঊ তাতেই হয় তো সফলভাবে এগোনো সম্ভবঊ সেই কারণে অপেক্ষার পথ নিলাম।
কিছুক্ষণের মধ্যেই সালে দেড় ঘণ্টায় ২১ টি রিটুইট, ৯৮ টি লাইক এবং বেশ কিছু মন্তব্য আসেঊ বিকাশ নামে এক ব্যক্তি লিখেছেন, "স্যার আপনি ওদের থেকে ইতিবাচক উত্তর আশা করেন? তাহলে আপনি ওদের আসল রং জানেন নাঊ" সুভাষচন্দ্র নামে একজন টুইট করেছেন, "এদেশে করদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে হয়ঊ না হলে জরিমানা অবশ্যম্ভাবীঊ কিন্তু যারা করের টাকায় বেতন পান, তাঁদের বেলা..."ঊ সুনীলকুমার লিখেছেন, "আপনি রাজ্যপাল হওয়া সত্ত্বেও বিনয় দেখাচ্ছেনঊ আমলাদের এই আচরণ একদিকে আপনাকে অমান্য করার কৌশল, অন্যদিকে পদ্ধতি এবং প্রশাসন ভেঙে দেওয়ার ইঙ্গিতবাহীঊ আমরা সবাই জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও আপনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন।
রাজভবন থেকে সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এদিন বেলা পৌনে পাঁচটায় রাজ্যপালের উত্তর ২৪ পরগনার গারুলিয়া মিউনিসিপালিটির কাছে কেদার সিং মেমোরিয়াল কমিটির অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিলঊ কিন্তু তিনি যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীকে যে কোনও সময় রাজভবনে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেই কারণে গারুলিয়ার অনুষ্ঠানে যেতে পারেননিঊ উদ্যোক্তাদের কাছে এ কারণে দুঃখ প্রকাশ করে সমবেতদের সঙ্গে বৈদ্যুতিন সংযোগের মাধ্যমে কথাবার্তা বলেন রাজ্যপাল।

সিএএ বিরোধী হিংসা ছরিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ৫৫ জনকে শনাক্ত করল গোয়েন্দারা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে জেলায় জেলায় যে বিক্ষোভ চলছে তার বীজ বপন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই যে হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত কলকাতা পুলিশ ও রাজ্যের গোয়েন্দারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় হিংসা ছরিয়েছে এইরূপ সন্দেহে ৫৫জনকে শনাক্ত করে তাদের উপর নজরদারি শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ ও রাজ্যের গোয়েন্দারা।
গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন বিভিন্ন জেলায় গোলমালের যে সূত্রপাত হয়েছে তার ভাবনা উস্কানি দেওয়া শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই। এই ৫৫ জনের সকলেই একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছে বলে জানিয়েছে গোয়েন্দারা। এমনকি এক গোয়েন্দা আধিকারিক জানান এই ৫৫ জনের মধ্যে অনেকেই কলকাতার বাসিন্দা। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক লেখা বা পোস্ট ছড়ানো হয়েছে যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে উঠেছে আর তাতেই আরও অশান্তির আগুন জ্বলেছে বলে মত গোয়েন্দাদের।
অন্যদিকে, গোয়েন্দারা মনে করছেন যে ৫৫জনকে শনাক্ত করা হয়েছে তারা একসময় শহুরে মাওবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু শহর কলকাতায় মাওবাদীদের সিটি কমিটির ভিত নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায় তাদের অনেকেরই তেমন কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু বর্তমানে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জী বিরোধী মন্তব্য পোস্ট এই সংগঠনগুলি মাধ্যমে ভাইরাল হতে শুরু করে ফলস্বরূপ গোয়েন্দাদের নজরদারি চালানোর সময় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে উঠে আসে এ সকল হারিয়ে যাওয়া মাওবাদী নেতাদের নাম। ইতিমধ্যেই গোয়েন্দারা ওই ৫৫ জন নেতার ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে নজরদারি শুরু করেছে। তারা কি কি ধরনের কার্যকলাপে জড়িত এবং শহরতলি ও তার আশেপাশের গোলমালে এই নেতাদের অনুমোদন রয়েছে কি-না সে বিষয়েও নজর রাখছে তারা। এমনকি তাদের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য কলকাতার চারটি ডিভিশনে দিন ও রাতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী রাখা হয়েছে। কোনভাবেই হিংসাত্মক প্রতিবাদ সরকারের সম্পত্তি ভাঙচুর কিংবা রাস্তা অবরোধ বরদাস্ত করা হবেনা বলে জানিয়ে দিয়েছে লালবাজার।

মিল্লি আল আমিন কলেজে নিয়োগ করা হয়েছে নতুন অধ্যক্ষ

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কিছুদিন আগেই মিল্লি আল আমিন কলেজে থেকে ইস্তফার জন্য শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ই-মেল মারফত ইস্তফাপত্র পাঠান বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ তখন গ্রহণ করা না হলেও মঙ্গলবার অধ্যক্ষ ও ডিডিও পদে নিয়োগ করা হয়েছে নতুন অধ্যক্ষঊ
দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমস্যার জন্য মিল্লি আল আমিন কলেজে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন বৈশাখীদেবী ঊ তবে, ইস্তফার প্রসঙ্গে বৈশাখীদেবী জানান, ইস্তফা গ্রহণের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি তাঁকে ঊ তিনি বলেন, 'প্রতিবারই অন্য কারও কাছ থেকে বিষয়টি শুনতে হয়েছেঊ এবারও তাই হল'ঊ
উল্লেখ্য,এর আগে মার্চ মাসে ওয়েবকুপার সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরানো হয়েছিল বৈশাখীদেবীকে ঊ প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ইস্তফার পরই গুরুদাস কলেজে উচ্চ শিক্ষা দফতরের প্রতিনিধির পদ থেকে সরানো হয়েছিল বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে

মশাল হাতে শিয়ালদায় মিছিল, বাম ছাত্র ও যুব সংগঠনের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে কোথাও বাসে আগুন,কোথাও আবার রেল অবরোধ, কোথাও রাস্তা আটকে অবরোধ দেখাচ্ছে বিক্ষোভকারীরা ঊ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়েছে মিছিলও ঊ মঙ্গলবার নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে মশাল মিছিল করল বাম ছাত্র ও যুব সংগঠন ঊ বাম ছাত্র ও যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই তরফে মিছিল শুরু হয় ধর্মতলা থেকে ঊ শেষ হয় শিয়ালদহে ঊ ধর্মতলা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত মশাল মিছিল করে তারা ঊ মিছিল তারা আওয়াজ তোলে, পশ্চিমবঙ্গে কোনওভাবেই নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করতে দেওয়া হবে না ঊ মানা হবে না এনআরসি ঊ
এই প্রসঙ্গে ডিওয়াইএফআই-র রাজ্য সভাপতি সায়নদীপ মিত্র বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি, এনপিআর , সিএএ চালু করতে দেওয়া হবে না ঊ ৫০ শতাংশ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক, নেতা-নেত্রীরা বিজেপিতে চলে গেছে ঊ জনগণের আদালতে এদের শাস্তি হবে ঊ সংবিধানকে বাঁচাতেই হবে'

অস্কারের তালিকা থেকে বাদ পড়ল 'গালি বয়'

কলকাতা,১৭ ডিসেম্বর (হি.স.):বক্স অফিসে তুমুল সাড়া ফেললেও অস্কারের তালিকা থেকে বাদ পড়ল গেল জোয়া আখতার পরিচালিত 'গালি বয়' ঊ অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাঠানো হলেও শর্টলিস্ট থেকে বাদ পড়ল 'গালি বয়'।'বেস্ট ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ ফিল্ম'-র পরিবর্তে ২০২০ সালে অস্কারের এই বিভাগটির পুরস্কারের নাম দেওয়া হয়েছে — 'বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম'ঊ এবছর মোট দশটি ছবি রয়েছে এই বিভাগের শর্টলিস্টে ঊ তার মধ্যে রয়েছে বুং জন হো-র 'প্যারাসাইট', 'পেইন অ্যান্ড গ্লোরি' 'আটলান্টিকস', 'লে মিসরেবল' ইছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি ছবি। উল্লেখ্য,মুম্বইয়ের হতদরিদ্র পরিবারের এক ছেলের হিপ হপ তারকা হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণের গল্প ছবি 'গালি বয়'ঊ মূল চরিত্রে দেখা যায় আলিয়া ভাট ও রণবীর সিংকে।

ডাক বিভাগের অবস্থার উন্নতিতে মুখ্যমন্ত্রিকে চিঠি সুজনের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বর্তমানে ডাক বিভাগের অবস্থা খুব একটা আশানুরূপ নয়। ডাক দফতরের কর্মীরা বহুদিন থেকেই নিজেদের ন্যূনতম আর্থিক দাবি করেও তার কোনও সদুত্তর পায়নি। তাই রাজ্য সরকার যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলে ডাক কর্মী ও ডাক দফতরের বিষয়ে কিছু ভাবেন সেই আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী।
এদিন সুজন চিঠিতে জানান, 'ডাক দফতর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হলেও রাজ্য সরকারের বিষয়ে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডাক দফতর একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারন মানুষ বিশেষ করে গরীব মানুষেরা এই দপ্তর থেকে নানাভাবে পরিষেবা পেয়ে থাকে। তাই ডাক দফতরকে কেন্দ্র যেভাবে বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষেরাই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।' ইতিমধ্যে হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলায় প্রায় দেড়শ ডেলিভারি অফিস অবলুপ্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও তিনি এদিন চিঠিতে জানান। অধিকাংশ বয়স্ক মানুষ ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত সাধারণ মানুষের স্বল্প সঞ্চয় আস্তা এই পোস্ট অফিস গুলি। সেখানে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের শুরুতে দেওয়া হচ্ছে যার ফলে সাধারণ মানুষের ওপর থেকে আগ্রহ হারাচ্ছেন। এই মর্মে চিঠি দিয়ে সুজনবাবু আরও জানান, "এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে চিটফান্ডের মতও বহু সংস্থা গজিয়ে উঠেছে যার সাথে যুক্ত হয়েছে কয়েক হাজার এজেন্ট এর প্রাপ্ত কমিশন অনেকক্ষেত্রে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে আবার কখনও তা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে"। এই কর্মীদের পরিচয় পত্র প্রদান অন্ততপক্ষে অসংগঠিত শ্রমিকের মর্যাদা দাবি উপেক্ষা করছে ভারত সরকার বলেও অভিযোগ করেন সুজন চক্রবর্তী।
এরপর তিনি চিঠিতে জানান অতীতেও এই রূপ অবস্থা হলে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক ভেদাভেদের উর্ধে গিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই বিষয়ে রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠিয়েছিল উপযুক্ত সমাধানের জন্য। যার ফলস্বরূপ পরিস্থিতির কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেন সুজন চক্রবর্তী। তাই এই প্রসঙ্গ টেনে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে জানান ডাক পরিষেবার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বিধানসভায় আলোচনা ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে হয়তো কিছুটা কাজ হবে।

৯ সিপিএম নেতাকে বেকসুর খালাস করল ব্যাঙ্কশাল কোর্ট

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স): ৯ সিপিএম নেতাকে বেকসুর খালাস করল ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। এরা হলেন বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, রবীন দেব, অনাদি সাহু, মানব মুখোপাধ্যায়, শ্যামল চক্রবর্তী, কনীনিকা ঘোষবোস, মধুজা সেনরায়। মঙ্গলবার ২০ নম্বর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মায়া চক্রবর্তী সিপিএম নেতাদের বেকসুর খালাসের রায় দেন।
২০১৮ সালের মে মাসে মৌলালি মোড়ে মিছিল করে তৃণমূল সরকারের নীতির প্রতিবাদ করেন বাম নেতারা। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর ছড়িয়ে বাম নেতারা সেই মিছিলে হাঁটেনও। এরপরই রাস্তা আটকে রাখা, এবং বেআইনি জমায়েতের অভিযোগে মামলা রুজু করে তালতলা থানার পুলিশ। মিছিলের কিছু ভিডিও ফুটেজ এবং ১১ পুলিশ আধিকারিক, কর্মীর সাক্ষী উপর দাঁড়িয়ে ছিল মামলা। বাম নেতাদের আইনজীবী ইয়াসিন রহমানের কথায়, '১১জন পুলিশ কর্মীর সাক্ষ্যের উপর দাঁড়িয়ে ছিল মামলা। পুলিশ অভিযোগ করছে আবার পুলিশ সাক্ষী দিচ্ছে তাই মামলা ধোপে টেকেনি মামলা।
বাম নেতা ক্ষিতি গোস্বামী ইতিমধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন। তাই তাঁর নাম আগেই মামলা থেকে বাদ যায়।

ছয়ের পাতায়

সমবায় নির্বাচন নিয়ে ধুন্দুমার ভদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

রামপুরহাট, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মহিলা সমবায় সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে উত্তপ্ত হল বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের মধ্যেই তালা ঝুলিয়ে আটকে রাখা হয় ব্লক কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টরকে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তালা খুলে ওই আধিকারিককে উদ্ধার করে।
পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, ভদ্রপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের অধীনে একটি মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে। সাত জনের পরিচালন কমিটি ওই সমবায় পরিচালনা করে। কিন্তু অভিযোগ দীর্ঘ দশবছর ধরে সেখানে নির্বাচন না করেই একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সমবায় সমিতি পরিচালনা করে আসছিলেন। এবার নিয়ম মেনে ওই সমবায় সমিতিতে নির্বাচন করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র তোলা ও জমা দেওয়ার দিন। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে পঞ্চায়েতে যান ব্লক কো-অপারেটিভ অফিসার অমিত মল্লিক। সে সময় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে তাকে দরজায় তালা ঝুলিয়ে আটকে রাখে।
আফ্রিন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রেজিনা খাতুন বলেন, "আমি সমিতির সম্পাদিকা। কিন্তু কবিতা মাল, নার্গিস বিবি, ডালিমা বিবিরা মিলে আমাদের বাদ দিয়ে নিজের পছন্দের দুজনকে কমিটি গঠন করতে চাইছে। সোমবার মনোনয়নপত্র তুলতে গেলে আমাদের বাধা দেয়। আজও বাধা দেয়। এরপর ব্লক কো-অপারেটিভ ইনস্পেক্টর এলে আমরা স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবিতে তালা ঝুলিয়ে দিই। পড়ে আমরা মনোনয়ন তুলে বিডিও অফিসে জমা দিই"।
কবিতা মাল বলেন, "আমরাও নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু কেউ কেউ বানচালের সৃষ্টি করছে"।
বিডিও হুমায়ুন চৌধুরী বলেন, "একটা গণ্ডগোল হয়েছে। বিষয়টি আমার দেখা হয়নি। দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে"।

ক্যাব নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার বিল নয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার বিল : বাবুল সুপ্রিয়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে উত্তাল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ঊ কোথাও বাসে আগুন,কোথাও আবার রেল অবরোধ, কোথাও রাস্তা আটকে অবরোধ দেখাচ্ছে বিক্ষোভকারীরা ঊ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়েছে মিছিলও ঊ এরই মঝে মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ঊ
মুখমন্ত্রীকে নিশানায় রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, 'এই কদিন ধরে যেটা হচ্ছে সেটা আন্দোলন নয় সেটা গুন্ডামি ঊ মুখ্যমন্ত্রী সিনিয়র পলিটিকাল কিছুই বলার নেই কি বলবো যা ড্রামা হচ্ছে তাতে সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছেঊ আন্দোলন কি সেটা দিদি জানেন না ঊ সিএএ নাগরিকেদের থেকে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার বিল নয় নাগরিকত্ব দেওয়ার বিল ঊ দিদির সাপোর্টে যে সমস্ত বাংলাদেশের লোকেরা ঢুকেছে তারা এসমস্ত কাজ করছে বাস জ্বালাচ্ছে, টেন ভাঙছে ,রাস্তায় রেললাইনে আগুন জ্বালাচ্ছে ঊ প্রতিবাদের নামে বাংলাদেশী যেসব গুন্ডা গুন্ডামি করছে তাঁদের বাংলাদেশেই ফেরত পাঠানো উচিত ঊ মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ঊ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন ঊ বাংলায় সিএএ -ও হবে এনআরসি-ও হবে ঊ এনআরসি ক্যাব বাংলায় হওয়া উচিত'

অবৈধ বালি তোলার প্রতিবাদে রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি

রামপুরহাট, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বালি মাফিয়াদের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ। সমস্যার সমাধানের দাবিতে রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন গ্রামের মানুষ। প্রসঙ্গত, রামপুরহাট থানার শালবুনি গ্রামের পাশ দিয়ে ব্যয়ে চলেছে ব্রহ্মাণী নদী। বালি মাফিয়ারা অবৈধভাবে বালি তুলে তা পাচার করছে। রাস্তার ধারে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। রাস্তার দু'ধারে নিবিড় জনবসতিপূর্ণ এলাকা। বালি বোঝায় ট্রাক্টর যাতায়াতের ফলে যে কোন মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পাড়ে। এনিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গ্রামের বাসিন্দা বনেশ্বর মাহাত, শ্রীকান্ত মাহাতরা বলেন, "আমরা বালি মাফিয়াদের দাপটে সব সময় আতঙ্কে থাকি। সব সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় থাকি"। রামপুরহাট মহকুমা শাসক শ্বেতা আগরওয়াল বলেন, "অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে"।

মঙ্গলবার শ্রম দপ্তরের বামফ্রন্টের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

সিএএ-র বিরোধিতায় পথে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে এবার পথে নামল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার দুপুরে পার্কসার্কাসের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে ফেস্টুন, জাতীয় পতাকা নিয়ে এবং সিএএ ও এনআরসি বিরোধী স্লোগানে মিছিল বের করে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ অবশ্যই হবে, তবে তা অহিংস পথে। কোনরকম হিংসাত্মকভাবে প্রতিবাদ রাজ্য সরকার বরদাস্ত করবে না। সেই মতই মিছিল বের করে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজের সামনের রাস্তায় তারা সংশোধনী নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ করে স্লোগান তোলে। এদিন মিছিলে কয়েকশো পড়ুয়া সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যোগদান করে।

এদিন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবাদকারীরা গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আম্বেদকরের ছবির সাথে ভারতীয় তেরঙা পতাকা নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়। তাদের দাবি তারা ভারতীয়। তাদের এইভাবে ভাগ করা যাবে না অর্থাৎ তারা এই নয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন মানছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথেই যে তারা অহিংস আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন, সে কথা আরও একবার এদিন মিছিল থেকে স্পষ্ট করলেন তারা।

অন্যদিকে, দিন আজ আবার মিছিল বের করেছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু হয় যাদবপুর এইটবি বাস স্ট্যান্ড থেকে শেষ হয় যগুবাবুর বাজারে। সেই মিছিল থেকেও এদের মুখ্যমন্ত্রী অহিংস ভাবে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ করার আহ্বান জানান।

হিংসার বাতাবরণ, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় রেল

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): গত শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক ডিভিশনের একাধিক স্টেশন ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, গোটা ছ'য়েক ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, রেলের সম্পত্তি ভেঙে তছনছ করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে ঘিরে সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে যে হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারতীয় রেল। এই হিংসা রুখতে আরও ৮ কোম্পানি আরপিএফ চেয়ে পাঠিয়েছে পূর্ব রেল।

রেলের পক্ষ থেকে যা হিসেব করা হয়েছে, তাতে প্রাথমিকভাবে কমপক্ষে এই ক্ষতির পরিমাণ ২৫০ কোটি ছাড়িয়েছে। গত চার দিন ধরে যেভাবে রেলের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে, তা কার্যত নজিরবিহীন। আন্দোলনের নামে এই উশৃঙ্খলতা কখনও দেখেনি রাজ্যের মানুষ।

পূর্ব রেল জানিয়েছে তাদের ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকা। আর দক্ষিণ পূর্ব রেলের ক্ষেত্রে এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টাকা। সোমবারের তাণ্ডবের ফলে ক্ষতির পরিমাণ এখনও সবটা করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই মনে করা হচ্ছে এই ক্ষতি ৩০০ কোটি টাকা ছাড়াবে। রেল সূত্রের খবর, মালদার হরিশচন্দ্রপুর ও ভালুকা রোড স্টেশন দুটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উত্তরবঙ্গগামী কোনও ট্রেনই যেতে পারছে না। এর ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাণ্ডবের জেরে আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা শাখায় প্রায় দশটি স্টেশন প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও কৃষ্ণনগর-লালগোলা শাখায় ক্ষতিগ্রস্ত লালগোলা, কৃষ্ণপুর, সরগাছি, বেলডাঙা, রেজিনগর স্টেশন। শিয়ালদহ বজবজ ও শিয়ালদহ ডায়মন্ডহারবার শাখায় একাধিক স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক শাখার ট্রেন চালানো যাচ্ছে না। এই কদিনে ভাঙচুর ও আগুন জ্বালানো হয়েছে প্রায় ৬৩টি কোচে। সম্পূর্ণ ভাঙচুর করা হয়েছে প্রায় ২০টি স্টেশন। অজস্র লেভেল ক্রসিং, সিগন্যাল পোস্ট ও রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই তাণ্ডবে।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনের এই ভাঙচুর ও তাণ্ডবের ঘটনায় পূর্ব রেলের ৪টি শাখায় ট্রেন চালানো যাচ্ছে না। এগুলি হল, আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা, কৃষ্ণনগর-লালগোলা, শিয়ালদহ-বজবজ ও নলহাটি-আজিমগঞ্জ। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একাধিক শাখায় সোমবারও ট্রেন চলাচল করতে পারেনি। রেল সূত্রের খবর, নাগরিকত্ব সংশোধনী এই বিলের জন্য এই পরিমাণ সম্পত্তি আগে কখনও হয়নি।

জরুরী পরিষেবা

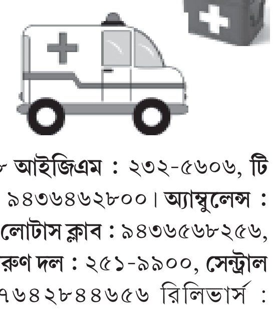

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পোশাক দেখে আন্দোলনকারীদের কি চেনা যায় : মমতা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স) : পোশাক বিতর্কে এবার নরেন্দ্র মোদীকে বিঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসির প্রতিবাদে দ্বিতীয় দিন কলকাতার রাজপথে নেমে মোদীকে একহাত নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'পোশাক দেখে আন্দোলনকারীদের কি চেনা যায় ? কখনও ভাবিনি পোশাক দেখে আন্দোলনকারীদের চেনা যায়। পোশাক, খাবার যার যার নিজের'।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ঘিরে যখন উত্তাল গোটা দেশ, সেই প্রেক্ষাপটে গত রবিবার ঝাড়খণ্ডের দুমকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ' টিভিতে, ছবিতে পোশাক দেখেই চেনা যাচ্ছে কারা অশান্তি করছেন'। মোদীর এই মন্তব্যের পর তুমুল সমালোচনা চলে দেশ জুড়ে।

যাদবপুরে মিছিল শুরুর আগে মঙ্গলবার তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'পোশাক দেখলেই কে ভাল আর কে খারাপ বোঝা যায় না কি ? যাঁরা টুপি পরেন তাঁরা সবাই খারাপ, আর যাঁরা পরেন না তাঁরা সবাই ভাল' ? 'আমার পোশাক দেখে চিনতে পারছেন ? কী পোশাক ? এটা কি খারাপ পোশাক ? মাথায় টুপি দেখলেই মনে হয় ওরাই শুধু একটা পোশাক পরে আর কেউ পরে না। পাঞ্জাবি ভাইবোনেরা মাথায় পাগড়ি পরে না ? পোশাক যার যার নিজের মতো। কবে তোমায় বলবে, সাদা চটি পরছো কেন ? গেরুয়া চটি পরো বানিয়ে দিচ্ছি। পোশাক দেখে নাকি রাজনীতির আন্দোলন চেনা যায়। কখনও ভাবিনি'।

বিজেপিকে দুষে এদিন মমতা বলেন, 'বিজেপি ভাবছে দেশ দখল করে নিয়েছে। সংখ্যার জোরে আইনে পরিণত হলে হবে না। সংবিধান মানা হয়নি। মানুষের সমর্থন না হলে আইন কার্যকরী হয় না। সংসদে কবে বিল পাস হবে, তা জানানো হয়নি। দুপুরে বিল এনে মধ্যরাতে পাস। গায়ের জোরে সবকিছু হয় না। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-এনআরসির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন জয়লাভ করবেই '।

এরপর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওরা ধর্ম, পোশাক দিয়ে মানুষকে আলাদা করতে চাইছে। আমাদের এক হয়ে থাকতে হবে। বাংলায় আমরা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করতে দেব না, দেব না, দেব না'।

ক্রমেই বাড়ছে উত্তরবঙ্গের বাসের ভাড়া

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স): ট্রেন, বাসে ভাঙচুর চালিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্রেন, বাসে। ভাঙচুর হয়েছে প্ল্যাটফর্মও। অশান্তির কথা মাথায় রেখে বাতিল হয়েছে উত্তরবঙ্গ গামী বহু ট্রেন। ফলে ধর্মতলায় ভিড় করছেন উত্তরবঙ্গের যাত্রীরা। সাধারণ মানুষের এই রকম অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে একলাফে বেড়েছে বেসরকারি বাসের ভাড়া।

যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বাতিল করা হয়েছে একাধিক ট্রেন। যাত্রাপথ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু ট্রেনের। ফলে যাতায়াতের জন্য বাসের উপরেই ভরসা করতে হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষকে। সুযোগ বুঝে বেড়েছে বাসের ভাড়া। ধর্মতলায় মানুষের ভিড়। বেশি ভাড়া দিয়েই যেতে হচ্ছে তাঁদের।

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বেসরকারি ভলভো এসি বাসের সাধারণত ভাড়া ১২০০ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকা। নন এসি বাসের সাধারণভাবে ভাড়া ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৭০০ থেকে ১০০০ টাকা। এই ভাড়া বাড়ার পরেও টিকিটের জন্য নাকাল হচ্ছেন যাত্রীরা। কারণ, সাধারণত প্রতিদিন কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ১০টি বেসরকারি বাস চলে। কিন্তু গোলমালের মুহূর্তে চলছে ৮টি বাস। ফলে টিকিটের আকাল দেখা দিয়েছে। টিকিটের দাম আকাশ ছোঁয়া। শুধু বেসরকারি নয়, সরকারি বাসের ভাড়াও ওঠা-নামা করছে। উত্তরবঙ্গ পরিবহণের এসি ভলভো বাসের ভাড়া কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ছিল ২০০০ টাকা। নন এসি বাসের ভাড়া ছিল ৬০০ টাকা। এসি বাসের ভাড়া বর্তমানে ২২০০ থেকে ২৫০০ টাকার মধ্যে ওঠানামা করছে। আর নন এসি বাসের ভাড়া ওঠানামা করছে ৭০০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে। তবে সরকারি বাসের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। আগে প্রতিদিন ২২টি সরকারি বাস চলত। বর্তমানে তার দ্বিগুণ বাস চলছে। অন্যান্য রুটের বাসকে ঘুরিয়ে শিলিগুড়ি পাঠানো হচ্ছে।

ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি পারিবারিক সমস্যাও থাকতে পারে বলে জানান এলাকাবাসীরা। মৃত নেপাল দেবনাথেড এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে অভিজিৎ দেবনাথ ব্যাঙ্গালোরে কাজ করেন। আর স্ত্রী বাড়িতে থাকেন না। পুলিশের ধারনা মদমত্ত হয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

ব্যাঙ্কশাল কোর্ট

পাচের পাতার পর

সিপিআইএম নেতা রবীন দেব অসুস্থ হয়ে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। তাই তিনি এদিন আদালতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। যদিও অভিযুক্ত বাম নেতারা আজ উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। রায় দিতে গিয়ে বিচারক মায়া চক্রবর্তী পর্যবেক্ষণ, 'কলকাতা পুলিশ এই মামলায় সঠিক তথ্য প্রমাণ তুলে ধরতে পারেনি । যে তথ্য প্রমাণ আদালতের সামনে এসেছে তাতে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।'

জেনারেল আজিজ

তিনের পাতার পর

বীরসেনা আত্মত্যাগ করেছেন, তারা আজও বাংলাদেশের অনুপ্রেরণা বলে উল্লেখ করেন সেনাপ্রধান।এর আগে, সকালে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ২৬ বীরযোদ্ধা এবং কর্নফুলি চ্যানেলে মাইন অপসারণে সহায়তাকারী রাশিয়ার পাঁচ নৌ সদস্য শিখা অনির্বাণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

আত্মঘাতী বাবা

তিনের পাতার পর

কণ্যা সন্তান এবং এক পুত্র সন্তান হয়। মৃতের ভাই দেবানন্দ মারাণ্ডি অভিযোগ,'গত পাঁচ বছর ধরে আরতীর সঙ্গে জামল গ্রামের বাসিন্দা একটি লোকের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে। বৌদির একটা গোপন মোবাইল ছিল। কেউ সেই নাম্বার জানত না। ওরা গোপনে মোবাইলে কথা বলে মাঝে মধ্যেই গাঁয়েও চলে আসত। আমরা নিষেধ করলেও শুনত না।'

পরিবারের অভিযোগ, গত ৫ বছর ধরে আরতীর বেশীরভাগ সময় নানা অজুহাতে বাপের বাড়িতে চলে যেত ছেলে মেয়ে কে ফেলে রেখে। সেই নিয়ে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই এই নিয়ে স্বামী স্ত্রী অশান্তি ও হয়েছে বহুবার।গ্রামের লোকজন বোঝালেও কোন কাজ হয়নি। পরিবারের দাবি, গত মাসের শেষ সপ্তাহে আরতী ছেলে মেয়েদের ফেলে রেখে আবারও বাপের বাড়ি চলে যায়। গত কয়েকদিন ধরে সোম মারাণ্ডি তাঁর দুই সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য হাই স্কুল থেকে ফর্ম তুলে এনেছিল। স্কুলের ফর্ম এনে তা পুরন করেছিল সোম। কিন্তু ফর্মে সোম ও আরতীর দু'জনের সই দরকার ছিল। সেই জন্য সোম স্ত্রীকে ফোনও করেছিলেন। কিন্তু আরতী আসে নি। সেই নিয়েও তাঁদের মধ্যে কিছুটা অশান্তি হয়।

সুরেশ মারাণ্ডি আরও বলেন," যে হেতু ভাই ও তার ছেলে মেয়ে গুলো শনিবার যাত্রা দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু দেহ পাওয়া গেল দুদিন পরে তাই আমাদের অনুমান হয় ওরা স্ত্রী অন্য সম্পর্কের কারনে অভিমানে ছেলে মেয়ে টাকে মেরে নিজে মরেছে। তা নয় তো কেউ ওদের বিষ খাইয়ে মারল। সত্য জানার জন্য আমরা থানায় অভিযোগ করব বৌ আর ওই ছেলেটার নামে। ' স্ত্রী আরতীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই সমস্ত ঘটনা তাঁদের কাছে পরিষ্কার হবে। তবে প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যা তত্ত্বই পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে।

ঢাকুরিয়া স্টেশনের লাইনে ১৯টি পেন্ডাল ক্লিপ খোলা, কর্মীদের তৎপরতায় এড়ানো গেল দুর্ঘটনা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রেলের গ্যাংম্যানদের তৎপরতায় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ঢাকুরিয়া স্টেশন বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেলঊ মঙ্গলবার সকালে শিয়ালদহর দক্ষিণ শাখার ঢাকুরিয়া স্টেশনের লাইনে ১৯টি পেন্ডাল ক্লিপ খোলা ছিল। যা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাইনে লাল পতাকা লাগিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় রেলের গ্যাংম্যানরা। ফলে রক্ষা পায় বহু নিত্যযাত্রীর প্রাণ।

এদিন সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ঢাকুরিয়া স্টেশন এর কাছে আপ ও ডাউন লাইনে ১৯টা ক্লিপ খোলা ছিল। তা দেখতে পেয়ে রেল ট্রাফিক পুলিশের কাছে খবর দেয় রেলের গ্যাংম্যানরা। সেইমতো শিয়ালদহ থেকে দক্ষিনের দিকের ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন রেলের ইঞ্জিনিয়ার। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে রেললাইন মেরামতের কাজ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্বাভাবিক হয় ওই লাইনে ট্রেন চলাচল।

কিন্তু রেল আধিকারিকরা প্রশ্ন তুলছেন, যেভাবে রেললাইনের ক্লিপ খোলা হয়েছে তাতে অতি দক্ষ কর্মী ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব নয়। তাহলে কারা অতি দ্রুততার সাথে এ ক্লিপ খুলে ফেলল। এই কর্মকাণ্ডের পেছনে রেলের কোনও কর্মী যুক্ত আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক নিখিল চক্রবর্তী জানান, 'ক্লিপ খোলা অবস্থায় ওই লাইন দিয়ে কোনও ট্রেন চললে অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতঊ কর্মীদের সচেতনতার জন্য রক্ষা পাওয়া গেছেঊ তবে কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এই কাজ করেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে"।

রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীর

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স): রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল এক তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীর। মঙ্গলবার সকালে নিউটাউন থানা এলাকার মহিষবাথানের কেষ্টপুর খালে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে ছিল। যা দেখতে পেয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তখন পুলিশকে খবর দেওয়া হলে দেহটি তারা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এটি খুনের ঘটনা কি না পুলিশ তার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গেছে, ওই ব্যক্তির নাম নিকেত সিং। তিনি তথ্যপ্রযুক্তির কর্মী। খাল থেকে দেহ উদ্ধার করার সময় তার গলা থেকে একটি আইডি কার্ড মিলেছে। সেখান থেকে নামটি জানা যায়। সংস্থার নামও জানতে পারা গেছে। সেখানে যোগাযোগ করা হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, এই ব্যক্তিকে আগে কখনও এখানে দেখা যায়নি। তাই কোথা থেকে তিনি এখানে এসেছিলেন তা বলা যাচ্ছে না। রাতেও কোনও শব্দ শুনতে পাওয়া যায়নি। তাই খুন কিনা বলা সম্ভব নয়। তবে তিনি খালে পড়ে রয়েছেন দেখেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। দুর্ঘটনার কারণে যুবকের মৃত্যু হয়েছে, নাকি তাঁকে খুন করে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে দেহটির ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে না এলে মৃত্যুর কারন এখনই বলা সম্ভব নয়।

যাদবপুরে ছাত্র আন্দোলনের পাশে মমতা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স): জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সমর্থনে যাদবপুরে হওয়া সোমবারের ছাত্র বিক্ষোভের পাশে দাঁড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নারিকত্ব আইনের বিরোধিতায় ফের যাদবপুরের এইট-বি বাসস্ট্যান্ড থেকে যদুবাবুর বাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবারের ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশি তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা করে মঙ্গলবার যাদবপুরে তিনি বলেন, 'জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নৃশংসভাবে পিটিয়েছে ওরা।' তাঁর প্রশ্ন, 'এই ধরনের কাজ কীভাবে কোনও সরকার করতে পারে।'

তার আগে যাদবপুর থেকে সংসদে ক্যাব পাস করানো নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, বিরোধীদের ক্যাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা এবং আলোচনার জন্য কোনও সময় দেয়নি বিজেপি। দ্রুততার সঙ্গে বিল পাস করিয়েছে। কবে বিল পাস হবে তা সংসদে আগে থেকে জানানো হয়নি। ফলে সময় মতো অনেক সাংসদ সংসদে পৌঁছতে পারেননি। সংবিধান মেনে নাগরিকত্ব আইন হয়নি।'

লোকসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি ভাবছে তারা দেশ দখল করে ফেলেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদে বিল পাস করলেও মানুষের সমর্থন ছাড়া এই বিল কার্যকরী হবে না।'

সভা অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তাছাড়া সভায় উপস্থিত জেলাশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত মহকুমা শাসকগণ বক্তব্য রাখতে গিয়ে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানান। গুজব ও প্ররোচনায় যাতে কেউ কান না দেন সেই লক্ষ্যে সকলকে সর্তক থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভার শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পদ্মবিল ব্লক আধিকারিক বি ডার্লং।

জানালেন ডিজিপি

আটের পাতার পর

মাহান্ত জানিয়েছেন, বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। মঙ্গলবার অসমের ডিজিপি জানিয়েছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত বিক্ষোভ-প্রতিবাদের সময় অসমে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।

গত কয়েকদিন ধরে চলা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রসঙ্গে অসমের ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ১৩৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১৯০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁরা ছাড়াও হিংসায় ষড়যন্ত্রকারীদেরও গ্রেফতার করা হয়েছেঊ ধৃতদের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠনের বড় বড় নেতাও রয়েছে। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে অসমের ডিব্রুগড়ও। মঙ্গলবারই ডিব্রুগড়ে সকাল ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়েছেঊ ডিব্রুগড় জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, পরিস্থিতি এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। তাই মঙ্গলবার সকাল ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়েছে।

করলেন ইমরান

আটের পাতার পর

আলোচনা হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছেঊ সূত্রের খবর, কুয়ালা লামপুর সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি সৌদি আরবকেঊ এরপরই প্রস্তাবিত মালয়েশিয়া সফর বাতিল করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ কূটনীতিক মহল সূত্রের খবর, সৌদি আরবের চাপেই মালয়েশিয়া সফর বাতিল করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ ইমরান খানের পরিবর্তে কুয়ালা লামপুর সামিটে অংশ নেবেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি।

পূর্ত ঘোটালা

● প্রথম পাতার পর

চৌধুরীর আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু, আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। পরবর্তী শুনানির দিন ২০ ডিসেম্বর ধার্য্য করেছে। এ-বিষয়ে বাদল চৌধুরীর আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মন বলেন, আজ আদালতে পূর্ত ঘোটালায় শুনানির দিন ধার্য্য ছিল। তাই, আজ জামিনের আবেদন পুনরায় জানানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত তা খারিজ করে দিয়ে ২০ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছে।

এদিকে, বাদল চৌধুরী তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, বিনা দোষে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে। তবে, তিনি ন্যায় পাবেনই, জোর গলায় দাবি করেন বাদল চৌধুরী।

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে বলে ন্যাশানাল কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সাফাই কর্মচারিদের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সাফাই কর্মচারিদের জাতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান সন্তোষ প্রকাশ করেন । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি এজন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তাঁর মতে, সাফাই শুধুমাত্র সাফাই কর্মচারিদের কাজ নয়, সকলের দায়িত্ব। এদিন তিনি যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলার জন্য সকলকেই সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

২ চোর

● প্রথম পাতার পর

৫ দিনের পুলিশ রিমাণ্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে পূর্ব থানার পুলিশ জানতে পারে এডিনগরের একটি বাড়িতে চোরচক্রটি ঘরভাড়া করে থেকে এসব ঘটনা সংগঠিত করে চলেছে। সে অনুযায়ী গতরাতে এডিনগর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িটিতে হানা দিয়ে পুলিশ অপর এক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়। তার নাম রুবেল দেব। তার স্বীকারোক্তিতে জানা যায় আবুল খায়েরের শ্বশুরবাড়ি মধুপুর থানা এলাকার অরবিন্দনগরে একটি চুরির বাইক মজুত রাখা হয়েছে। সে অনুযায়ী মধুপুর থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক এবং এসডিপিও ধ্রুব নাথের সহায়তায় অরবিন্দনগরে আবুল খায়েরের শ্বশুরবাড়িতে হানা দিয়ে একটি বাইক উদ্ধার করা হয়। এদিকে রুবেল দেবকেও মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করে ৭ দিনের পুলিশ রিমাণ্ডের আবেদন করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় বাইক চুরির ঘটনায় জড়িত আরও কয়েকজনকে আটক করতে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

মর্মান্তিক

● প্রথম পাতার পর

চাপা দিয়ে দেয়।গাড়ি ও ফুলবাগানের পাকা দেওয়ালের চাপায় মাঝখানে থাকা ফুলু গোস্বামী অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েন।অলটো গাড়ির চাপায় ফুলবাগানের দেওয়ালটিও ভেঙে যায়।সাথে সাথে কদমতলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা মহিলার অবস্থা বেগতিক দেখে তড়িগড়ি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা গুরুতর ভাবে আহত ফুলু গোস্বামীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।কদমতলা থানার পুলিশ গাড়ি চালক ফরিদ উদ্দিনকে পিতা-মৃত ময়না মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।ধৃত চালকের বাড়ি উত্তর ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডে।পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ অভিশপ্ত গাড়িটিকে তাদের হেফাজতে নিয়ে অভিযোগ মূলে একটি মামলা রুজু করেছে।

এদিকে স্থানীয় জনগণ জানান, অলটো গাড়ির চালক গাড়িটিকে খুব দ্রুত গতিতে ব্যাক গিয়ারে নিয়ে এসে সজোরে ফুলু গোস্বামীকে ধাক্কা দিয়ে বাগানের পাকা ওয়ালের সাথে চেপে ধরে। আর তাতে পাকার ওয়ালটাও ফেটে চুরমার হয়ে যায়।পাকা ওয়াল ও গাড়ির মধ্যে থাকা ওই মহিলা ঘটনাস্থলেই অচেতন অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন।

অপরদিকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমালি নাথ জানান,ওই মহিলার পেঠ ও মাথায় প্রচন্ডভাবে আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে।

পাশাপাশি কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, উনারা অভিযোগ মুলে একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন। পাশাপাশি গাড়িটি আটক করে চালক ফরিদ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

নীতির খসড়া তৈরি হয়েছে । ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সময়সীমায় পর্যটনক্ষেত্রে নানা সম্ভাবনায় ত্রিপুরাকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খসড়া পর্যটন নীতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপন করা হবে । তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার পর্যটনকে একটি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় সাজাতে চাইছে । বৃহত্তর ক্ষেত্রে পর্যটনের সুফল পাবে ত্রিপুরা । তাঁর দাবি, নয়া পর্যটন নীতি সেই দিশাতেই ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ।

তিনি বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের প্রশ্নে বলেন, ত্রিপুরা সরকার এরাজ্যে একটি ট্যুরিস্ট সার্কিট নির্মাণ করবে । তাতে, এই অঞ্চলে ত্রিপুরা পর্যটনে আরও উন্নয়ন হবে । সাথে তিনি যোগ করেন, নয়া নীতিতে ধর্মীয় পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন, চলচ্চিত্র পর্যটন এবং চা পর্যটনকে যুক্ত করা হয়েছে।

পর্যটনমন্ত্রীর বক্তব্য, ত্রিপুরা সরকার পর্যটকদের পরিবহন পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বেকার যুবকদের গাড়ি ক্রয়ে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । শুধু তাই নয়, চালকদের প্রশিক্ষণ এবং পর্যটনে দক্ষতা বিকাশের বিষয়টিও ওই নয়া নীতিতে রাখা হয়েছে । পাশাপাশি, কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে বাৎসরিক পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহ জুগাবে ।

তিনি আরও জানান, ওই নয়া নীতির অন্তর্গত পর্যটনে পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডম্বুরে হেলিপ্যাড নির্মাণ, লগ হাট, ক্যাফেটেরিয়া এবং পিপিপি মডেলে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ ও রূপওয়ে, গল্ফ কোর্ট, পঞ্চকর্মা এবং বিনোদন পার্ক নির্মাণের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে । এছাড়া, প্যাকেজ ট্যুরের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে পর্যটকদের কাছে আরও সহজলভ্য করার চিন্তাভাবনা রয়েছে ত্রিপুরা সরকারের ।

কদমতলায়

● প্রথম পাতার পর

মালাকার ঊনকোটি জেলা কুমারঘাটের রতিয়া বাড়ির বাসিন্দা ট্রাকটি থামিয়ে প্রাকৃতিক কাজ সারবে বলে কর্তব্যরত পুলিশের কাছ থেকে টর্চ লাইট নিয়ে পাশের জঙ্গলে চলে যায়।

দীর্ঘক্ষণ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা চালকের অপেক্ষা করার পর চালক ফিরে না আসাতে তাদের মনে সন্দেহের দানা বাঁধে। পরে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির কেবিনের মধ্যে সন্দেহযুক্ত ৪টি বড় প্যাকেট দেখতে পায় পুলিশ। নাকা পয়েন্টে ডিউটিরত পুলিশ কর্মীরা তড়িঘড়ি খবর দেন কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধরকে। উনারা বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে মিনি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ট্রাকের কেবিন থেকে ৪টি বড় কার্টুন উদ্ধার করেন। ৪টি কার্টুন ৫৪৯ বোতল নেশা জাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত সিরাপের বাজারমূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

পারভেজ

● প্রথম পাতার পর

হামিদ এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজের নামও অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছিল সরকার।

প্রসঙ্গত, গত মাসেই মুশারফের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার রায়দান সংরক্ষিত রেখেছিল বিশেষ আদালত। গত ৫ ডিসেম্বর সর্বশেষ শুনানির সময় বিশেষ আদালত জানিয়েছিল, ১৭ ডিসেম্বর রায়দান করা হবে। রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় এদিনই মুশারফকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিল বিশেষ আদালত। তবে, মুশারফ বর্তমানে পাকিস্তানে থাকেন না। 'অসুস্থ' মুশারফ দীর্ঘ দিন ধরেই দুবাইয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছেন। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন পারভেজ মুশারফ।

বাদ ম্যাক্সওয়েল, ভারত সফরের জন্য চমকহীন দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার

সিরিজ শুরু হতে এখনও প্রায় একমাস সময় বাকি। তার আগেই ভারত সফরের জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করে দিল অস্ট্রেলিয়া। তারুণ্যে ভরা অজি দলে চমক চারজন স্পিনার। এদের মধ্যে দু'জন বিশেষজ্ঞ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা এবং অ্যাস্টন টার্নার। এদের সঙ্গে রয়েছেন দুই পার্ট-টাইম স্পিনার।তবে, সদ্যঘোষিত অজি দলের সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ সম্ভবত ম্যাক্সওয়েলের অনুপস্থিতি। কিছুদিন আগে মানসিক সমস্যার কারণে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন ম্যাড ম্যাক্স। তবে, ভারত সফরের দল নির্বাচনের আগেই তিনি নির্বাচকদের জানিয়ে দেন, খেলার জন্য প্রস্তুত আছেন। তারপরও আশ্চর্যজনকভাবে তাঁকে দলে নেওয়া হয়নি। নির্বাচকদের দাবি, গত এক বছরে জাতীয় দলের হয়ে ম্যাক্সওয়েলের পারফরম্যান্স একেবারেই ভাল না। আপাতত ও বিগ ব্যাশ লিগ খেলুক। ওঁর দিকে নজর রাখা হবে। কোচ ল্যাঙ্গার বলছেন, ম্যাক্সওয়েলের মতো ক্রিকেটার থাকলে ভাল হয়। তবে, গত ১২ মাসে ও ভাল পারফর্ম করেনি। তাই, অন্যদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।অস্ট্রেলিয়ার ঘোষণা করা ১৪ সদস্যের দলের অধিনায়ক যথারীতি ফিঞ্চ। সহ-অধিনায়ক অ্যালেক্স ক্যারে। দলে সুযোগ পেয়েছেন, ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিথ স্মিথের মতো তারকরা। আগামী জানুয়ারিতে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ভারতে আসছে অস্ট্রেলিয়া। তবে, দলের সঙ্গে আসছেন না হেড কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। তাঁর পরিবর্তে দল নিয়ে আসছেন সবকারী কোচ ম্যাকডোনাল্ড।১৪ সদস্যের অস্ট্রেলিয়া দল:অ্যারন ফিঞ্চ, শিন অ্যাবোট, অ্যাস্টন আগার, অ্যালেক্স ক্যারে, প্যাট কামিনস, পিটার হ্যান্ডসকম্ব, জস হ্যাজেলউড, মার্নুস ল্যাবুশানে, কেন রিচার্ডসন, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, অ্যাস্টন টার্নার, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যাডাম জাম্পা।

ক্লাবের হয়ে মেসি-মারাদোনার অসাধারণ গোলের ভিডিয়ো দিয়ে তাঁদের স্মরণ করল বার্সা

তাঁরা দু''জনেই আর্জেন্টিনার সুপারস্টার।ক্লাব ফুটবলে দু''জনেই খেলেছেন কাতালান ক্লাব বার্সেলোনার হয়ে। তবে তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন দু''টি ভিন্ন শতাব্দিতে। যদিও তাঁদের দু''জনের উপস্থিতিতেই স্পেনের ক্লাবের সাফল্য আকাশ ছুঁয়েছিল। তাঁদের মধ্যে এক জন এখনও বার্সার হৃদয়। অন্য জন অবশ্য ফুটবল মাঠকে বিদায় জানিয়েছেন বহু আগে। বল পায়ে বার্সার হয়ে তাঁদের দেখানো ফুটবল জাদুর ভিডিয়ো সোমবার নিজেদের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করেছে বার্সেলোনা।জামা খুলে জ্যাকসনের ''মুনওয়াক'' নকল গেলের! ভিডিয়ো ভাইরালসেই দুই তারকা হলেন ফুটবল রাজপুত্র মারাদোনা ও লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার ক্লাব বোকা জুনিয়র্স থেকে ১৯৮২তে বার্সায় এসেছিলেন মারাদোনা। ছিলেন দু''বছর। কিন্তু ওইটুকু সময়েই বার্সাকে একাধিক ট্রফি এনে দিয়েছে মারাদোনার পায়ের জাদু। বার্সার হয়ে ৩৬টি ম্যাচে ২২টি গোল করেছিলেন মারাদোনা।অন্যদিকে বার্সার হয়েই নিজের কেরিয়ার শুরু করেছেন লিওনেল মেসি। তার পর থেকে সেখানেই রয়েছেন তিনি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বার্সার হয়েই ফুটবলে রাজত্ব করছেন তিনি। তাঁর একক দক্ষতায় কত ম্যাচ যে বার্সা জিতেছে তা হাতে গোনা প্রায় অসম্ভব। বার্সার হয়ে ৭০৩টি ম্যাচে মেসি এখনও পর্যন্ত করেছেন ৬১৭ গোল। জিতেছেন ১০টি লা লিগা ও চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব। বার্সার হয়ে এই দুই কিংবদন্তির অবদান স্মরণ করতেই ওই ভিডিয়োটি শেয়ার করেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

কেন নিলামের আগেই দিল্লি ক্যাপিটালস নিল রাহানে-অশ্বিনকে? ফাঁস করলেন পন্টিং

আইপিএলে শেষ মরসুমে সেরা ছন্দে দেখা যায়নি রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও অজিঙ্ক রাহানেকে। তবু কিংস ইলেভেন পঞ্জাব ও রাজস্থান রয়্যালস থেকে অশ্বিন-রাহানেকে নিলামের আগেই দলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস।অশ্বিন-রাহানের কেউই ওভারের ফরম্যাটে দেশের হয়ে এখন নিয়মিত নন। দু''জনেই খেলেন টেস্টে। রাহানে দলের সহ-অধিনায়ক। আর অশ্বিন দলের সফলতম স্পিনার। সাদা বলের ক্রিকেটে খুব বেশি খেলার মধ্যেও নেই দু''জনে। বরং লাল বলের ক্রিকেটেই প্রধানত দাপট দেখান এই দুই ক্রিকেটার। এই পরিস্থিতিতে আইপিএলে কেন নেওয়া হল দু''জনকে, স্বাভাবিক ভাবেই উঠছে প্রশ্ন।দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিং অবশ্য জানিয়েছেন ঘরের মাঠ ফিরোজ শাহ কোটলার পিচ এই দুই ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। আর সেই কারণেই নেওয়া হয়েছে তাঁদের। পন্টিংয়ের কথায়, ''ওরা দু''জন এমন ধরনের ক্রিকেটার, যাঁদের কোটলার পিচে ভাল করার সম্ভাবনা বেশি। তা ছাড়া দু''জনের অগাধ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। গত কয়েক মাসে আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছি। যাতে এ বার প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁকি না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেছি।''আইপিএলের নিলামে কী হবে দিল্লি ক্যাপিটালসের পরিকল্পনা? পন্টিং বলেছেন, ''জোরে বোলারদের দিকে আমাদের নজর থাকবে। বিশেষ করে বিদেশি জোরে বোলারদের দিকে। প্যাট কামিংসের জন্য দর উঠতে পারে। ক্রিস ওকসের জন্যও তাই। আমার কাছে অলরাউন্ডাররাও খুব আকর্ষণীয়। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়নিস, মিচেল মার্শ, জিমি নিশাম, কলিন ডি গ্র্যান্ডহোমিদের জন্যও উঠতে পারে দর। নিলামে যাওয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে ঠিক কেমন ক্রিকেটার দরকার।''টেস্টের পর একেবারে ''চহাল টিভি''-তে ডেবিউ করলেন এই ভারতীয় ওপেনার!তবে দিল্লির যে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের প্রয়োজন নেই, তা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন পন্টিং। কোচের কথায়, ''আমাদের দলে তিনজন ওপেনার রয়েছে। তাই আর ওপেনারের দরকার নেই। প্রথম এগারোয় কোথায় সমস্যা রয়েছে, সেটা চিহ্নিত করতে হবে আমাদের।'' গত মরসুমে আইপিএলের প্লেঅফে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে পন্টিং বলেছেন, ''ওটা খুব হতাশাজনক ছিল। তবে আমরা দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছিলাম। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার সাত-আট মাস পরেও কখনও কখনও মনে হয়, আমরাই ছিলাম সেরা দল।''

পছন্দ ভারতের প্রাক্তন এই অধিনায়ক

কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর বা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নয়! কিংবা বর্তমান সময়ের পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী মহেন্দ্র সিং ধোনি বা বিরাট কোহলিও নয়। পছন্দের সর্বকালীন সেরা ক্রিকেটারের নাম জানতে চাওয়ায় এই চার ক্রিকেটারকে বাদ রেখে অন্য এক কিংবদন্তি ক্রিকেটারের নাম জানালেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাদুকোন।পর্দায় দীপিকা যখন ক্রিকেটারের স্ত্রীউল্লেখ্য কপিল দেবের ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয় নিয়ে তৈরি সিনেমা ৮৩তে অভিনয় করেছেন দীপিকা। যেখানে কপিল দেবের চরিত্রে রণভীর কাপুর ও কপিল দেবের স্ত্রী রোমি দেবের চরিত্রে দীপিকা পাদুকোন অভিনয় করেছেন।দীপিকার পছন্দের ক্রিকেটার কে?ক্রিকেট নিয়ে এক আড্ডায় দীপিকা তাঁর চোখে সর্বকালীন সেরা ক্রিকেটার হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়কে সবার উপরে রেখেছেন। বলিউডের মাস্তানি বলেন, ''আমি ছোটবেলা থেকে রাহুল দ্রাবিড় স্যারের খুব বড় ভক্ত। দ্রাবিড় স্যার আমার কাছে অণুপ্রেরণার ভান্ডার। ''রণভীরের সঙ্গে ম্যাচ দেখেন দীপিকাদীপিকা বলেছেন,''সময় পেলে রণভীরের সঙ্গে ম্যাচ দেখতে বসে যাই। সবাই জানে রণভীর দারুণ ফুটবলভক্ত। কিন্ত ও ক্রিকেটাও দারুণ ভালোবাসে। ক্রিকেটের বড় ম্যাচ হলে আমরা সবসময় আপডেট রাখি।''

আজ ভাইজাগে ডু অর ডাই ম্যাচ কোহলিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার ভাইজাগে ভারতের সামনে ক্যারিবিয়ান চ্যালেঞ্জ। বলা ভাল বিরাট কোহলিদের ডু অর ডাই ম্যাচ। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে প্রথম ম্যাচ হেরে চাপে টিম ইন্ডিয়া। তাই বুধবার ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে ভারত।চেন্নাইতে ২৮৮ রান অনায়াসে তাড়া করে ম্যাচ জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চেন্নাইয়ের মন্থর উইকেটে একটা উইকেটও পাননি কুলদীপ যাদব এবং রবীন্দ্র জাদেজারা। অলরাউন্ডার শিবম দুবেও দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই বুধবারের ম্যাচে ফোকাস থাকবে ভারতীয় বোলারদের উপর। ভাইজাগের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে একটি অতিরিক্ত বোলার খেলাতে পারেন বিরাট কোহলি। প্রথম একাদশে সুযোগ পেতে পারেন শার্দুল ঠাকুর এবং যুজবেন্দ্র চাহল।চেন্নাইয়ে ভারতের টপ অর্ডার ব্যর্থ হয়েছিল। অবশ্য তাতে চিন্তিত নয় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু যেভাবে ঋষভ পন্থ সেদিন ব্যাট করেছেন তাতে তাঁকে নিয়ে স্বস্তিতে দল। অন্যদিকে ভাইজাগে ম্যাচ জিতে সিরিজ জেতার লক্ষ্য নিয়েই নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের কাছে শেষ নটি সিরিজ হারতে হয়েছে ক্যারিবিয়ানদের। এবার ভারতের জয়ের রথ থামানোই লক্ষ্য পোলার্ডদের।

আইপিএল করার কথা ভাবছে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি

আইপিএলের জনপ্রিয়তা এখন শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নেই। ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে পুরো বিশ্ব জুড়ে এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট লীগ হিসাবে পরিচিত আইপিএল। আইপিএল এর জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে বছরে একবারের পরিবর্তে দুবার আইপিএল করার চিন্তাভাবনা করছে সৌরভ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।আগে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাস জুড়ে ক্রিকেটের অন্যতম সেরা লিগ চ্যাম্পিয়ন্স লীগ অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু পাঁচ বছর আগে এই লীগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর তাই সেই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মিনি আইপিএল করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি।আইপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজি গুলি যাতে আরো বেশি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় সেই কথা মাথায় রেখে সৌরভ গাঙ্গুলীর এমন চিন্তা ভাবনা। প্রতি বছর দুবার আইপিএল অর্থাত একটা মেইন আইপিএলের পাশাপাশি যদি একটা করে মিনি আইপিএল করানো যায় তাহলে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেই সাথে আর্থিক দিক দিয়ে আরো বেশি পরিমাণে লাভবান হবে আইপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজি গুলি। আর এই সমস্ত কারণ গুলি মাথায় রেখেই বছরে দুবার আইপিএল করানোর কথা চিন্তা ভাবনা করছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলী।

শূন্যর সেঞ্চুরি আফ্রিদির, নাম এখন ''ডাকবাবা

নাম তাঁর শাহিদ আফ্রিদি। টিমমেটরা ডাকতেন ''লালা'' বলে। আর অনুরাগীদের কাছে তাঁর নাম ছিল ''বুম বুম''। এহেন আফ্রিদিকে যে ফের একটা নতুন নামে ডাকা হবে তা হয়তো স্বপ্নেও কল্পনা করেননি বিশ্বক্রিকেটের অন্যতম ভয়ঙ্কর ব্যাটসম্যান। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন তাঁর নাম ''ডাকবাবা''। তার অবশ্য একটা কারণ রয়েছে। ক্রিকেট কেরিয়ারে শূন্য রানে আউট হওয়ার সেঞ্চুরি করেছেন আফ্রিদি।পাকিস্তানের হয়ে সবথেকে বেশিদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন তিনি। অধিনায়কত্বও করেছেন অনেকদিন। ক্রিকেটে তাঁর পরিচয় ছিল ধ্বংসাত্মক ব্যাটসম্যান হিসেবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছক্কার হিসেবে ক্রিস গেইলের (৫৩৪) পরেই নাম আফ্রিদির (৪৭৬)। সেইসঙ্গে ডান হাতি লেগ স্পিনটাও ভালই করতেন।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও বিশ্ব জুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলে বেড়ান আফ্রিদি। পাকিস্তান ক্রিকেট লিগ ছাড়াও বাংলাদেশ প্রমিয়ার লিগ, আবু ধাবি প্রমিয়ার লিগ, টি টেন লিগ প্রভৃতি টুর্নামেন্টে দেখা যায় তাঁকে। যদিও এখন সেই মেজাজ নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার জন্য অনেকেই দলে নেন তাঁকে।বর্তমানে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ঢাকা প্লাটুন দলে খেলেন আফ্রিদি। লিগের প্রথম ম্যাচেই রাজশাহী রয়্যালসের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে রবি বোপারার প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হন আফ্রিদি। আর তার সঙ্গেই তাঁর কেরিয়ারে ১০০টি শূন্য পূর্ণ হয়। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই শূন্যর সেঞ্চুরি নিয়ে শুরু হয়েছে মস্করা। তাঁকে সবাই ''ডাকবাবা'' (শূন্য রানে আউট হলে ক্রিকেটীয় পরিভাষায় তাকে ডাক বলা হয়) বলেই ডাকছে সবাই।১৯৯৫ সালে পাকিস্তানের অনূর্ধ ১৯ দলের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম শূন্য করেছিলেন আফ্রিদি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট ৪৪বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। বাকিগুলো সব ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। বিশ্বের যে টুর্নামেন্টই তিনি খেলেছেন, একবার অন্তত শূন্য রানে আউট হয়েছেন। আর তাই ''বুম বুম'' আফ্রিদিকে সবাই এখন ডাকছেন ''ডাকবাবা'' বলে।

EDUCATIONAL NOTIFICATION

Registration for eligible candidate are invited for 6(Six) months Training of Ultra Sonography at Agartala Govt. Medical College & GBP Hospital, Agartala "Fundamentals in Abdomino-Pelvic Ultra-Sonography: Level one for MBBS Doctors" under the Rules of PC-PNDT Act-2014 for the session 2020(1" session (2020)to be started from January to June, 2020) for total 5(five) numbers of Seats, out of which 4(four) Nos. seat for Open (Non Sponsored) category (UR-2, SC-1, ST-1) and 1(one) No. seat for In-service Sponsored (UR-1) category of candidates

For details please visit Directorate of Medical Education, Govt. of Tripura website (https://dme.tripura.gov.in)

Offline Registration : Application in the prescribed format along with copies of relevant documents as asked for, and a Bank Draft of Rs.1,000/-(Rupees one thousand) only as Registration Fees for the Counselling through Bank Draft in favour of Director of Medical Education, Government of Tripura payable at Agartala to be submitted on or before 23rd December, 2019 at 4-00 PM in the Office of the Directorate of Medical Education, Government of Tripura at Bidurkarta Chowmuhani, Agartala.

Offline Counselling: To be conducted on 27-12-2019 from 12-00 Noon in the Office of the Directorate of Medical Education, Government of Tripura at Bidurkarta Chovvmuhani, Agartala.

ICA/D-1421/2019-20 **Director of Medical Education**
Government of Tripura, Agartala

E-AUCTION OF TIMBER

sealed quotation has been invited vide this Office No.F.31-der/USD-2019/7411-445 dated,6-12-2019 from the resourceful /distributer/Authorized dealers /agency for fixation of price and (Four) nos. lots of total volume (39.139 m3) of round timber of ies of Udaipur Range under Udaipur Forest Sub-Division. The een uploaded in departmental web site eauction.gov.in. The be received by SDFO, Udaipur on all working days upto 5.00 PM at eauction.gov.in. web portal.

(H. Vignesh, IFS)
ICA/C-1926/2019-20 **Sub-Divisional Forest Officer**
Udaipur Forest Sub-Division

পুষ্টিকর খাবার নেই, সমস্যায় আভারা

আভা খাটুয়া, সুরভি বিশ্বাস, নভজিত ধীঁলো, কার্চনর চৌধুরীরা একের পর এক সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ জিতছেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে। অথচ জাতীয় শিবিরে তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনজাত খাবার দেওয়া হচ্ছে না বলে গুরুতর অভিযোগ উঠল। অ্যাথলিটদের দাবি, দু''বেলা অনুশীলনের পর দেওয়া হচ্ছে না অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রিকভারি পানীয়ও। শোনা যাচ্ছে, সাইয়ের বাজেট কমে যাওয়াতেই এই হাল।টোকিও অলিম্পিক্সের জন্য পাতিয়ালা সাইতে চলছে শিবির। সেখানে দেশের সেরা অ্যাথলিটরা রয়েছেন। সবারই লক্ষ্য যোগ্যতামান পেরিয়ে জাপানযাত্রা। এই মুহূর্তে মেয়েদের শটপাটে দেশের সেরা আভা সোমবার পাতিয়ালা থেকে বলে দিলেন, ''''এপ্রিল মাস থেকে অলিম্পিক্সের শিবিরে আছি। প্রথম মাসে একবার প্রোটিনজাত খাবার দেওয়া হয়েছিল, তারপর থেকে সব বন্ধ। বারবার কোচেদের কাছে চেয়ে চেয়েও তা পাচ্ছি না।'''' রাজ্য মিটে সোনা, রাঁচিতে আন্তঃ রাজ্য মিটে নেমে সোনা এবং নেপালে সম্প্রতি দক্ষিণ এশীয় গেমসে সোনা জিতেছেন আভা।ইভেন্ট বদলে হেপ্টাথলন থেকে শটপুটে গিয়েই একের পর এক সাফল্য পেয়েছেন। বলছিলেন, ''''নেপালে সোনা জিতেছিলাম। রাজস্থানের কার্চনর ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। ওঁদের রাজ্য সরকার সেজন্য তিন লাখ টাকা দিয়েছে। সেটা দিয়েই প্রোটিনজাত খাবার কিনে খাচ্ছে। আমি কোনও আর্থিক পুরস্কার পাইনি। ফলে সমস্যায়।'''' একই অবস্থা আর এক বঙ্গ কন্যা নেপালে ডিসকাসে রুপোজয়ী সুরভি বিশ্বাসেরও। আভা বলছিলেন, ''''আমার লক্ষ্য এশীয় মিটে এবং অলিম্পিক্সের দলে ঢোকা। খাবারই যদি ঠিকমতো না পাই, কী ভাবে এগোব।'''' গরীব কৃষকের মেয়ে আভা যোগ করেন, ''''শিবিরে আমাদের কোচিং করাচ্ছেন ইউক্রেনের ইউ রি। স্যারকে প্রতিদিন বলছি, কেন আমাদের প্রোটিনজাত খাবার দেওয়া হচ্ছে না?'''' কোচেরা সাইতে চাকরি করেন। তাই মুখ খুলতে নারাজ। তবে পাতিয়ালা থেকে ফোনে এক নামী কোচ স্বীকার করলেন, ''''সাইয়ের বাজেট কমেছে। তাই এগুলো দেওয়া যাচ্ছে না।

আইসিসি'র বর্ষসেরা ওয়ান ডে দলে জায়গা পেলেন চার ভারতীয় ক্রিকেটার

দুবাই, ১৭ ডিসেম্বর: আইসিসি'র বর্ষসেরা ওয়ান ডে দলে জায়গা পেলেন ঝুলন গোস্বামী সহ আরও তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের । অর্থাৎ,মোট চার জনভারতীয় ক্রিকেটার রয়েছেন আইসিসি'র নির্বাচিক বছরের সেরাওয়ান ডে দলে। বর্ষসেরা টি-২০ দলে রয়েছেন মোট তিন জন ভারতীয় ক্রিকেটার। যদিওব্যক্তিগত বিভাগে বর্ষসেরার তকমা জোটেনি কোনও ভারতীয় তারকার।আইসিসি'র তরফে মঙ্গলবারই মহিলা ক্রিকেটেরবর্ষসেরা পুরস্কারের তালিকা প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়ে সেরা ওয়ানডে ও টি-২০ একাদশ। ওয়ান ডে'র সেরা এগারোয় ঝুলন ছাড়াওরয়েছেন স্মৃতি মন্ধনা, শিখা পান্ডে ও পুণম যাদব। মন্ধনারনাম রয়েছে বর্ষসেরা টি-২০ একাদশেও। ওয়ান ডে দলে ওপেনার হিসাবে মন্ধনার নির্বাচিতহলেও টি-২০ ক্রিকেটা তাঁকে রাখা হয়েছে মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসাবে। টি-২০'তে ব্যাটিং অর্ডারের চার নম্বরে রাখা হয়েছে তাঁকে। মন্ধনা ছাড়া টি-২০দলে রয়েছেন বাংলার অল-রাউন্ডার দীপ্তি শর্মা ও রাধা যাদব।

অবসর ভেঙে দলে ঢুকছেন ডিভিলিয়ার্স! খেলবেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও

বছর দুয়েক আগে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন খারাপ করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন এবি ডিভিলিয়ার্স। তারপর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে টি-টিয়েন্টি লিগে খেলতে দেখা গিয়েছে প্রোটিয়া কিংবদন্তিকে। কিন্তু এবার তাঁর ভক্তদের জন্য সুখবর দিলেন ফ্যাফ ডু প্লেসি। জানিয়ে দিলেন, সব ঠিকঠাক থাকলে অবসর ভেঙে ফের জাতীয় দলে ফিরবেন এবি। শুধু তাই নয়, আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সি গায়ে দেখা যেতে পারে ডিভিলিয়ার্সকে।সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকার কোচের পদে যোগ দেওয়া মার্ক বাউচার এর আগে ডিভিলিয়ার্সের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এবার একই কথা শোনা গেল ব্যাটসম্যান ফ্যাফ ডু প্লেসির মুখেও। প্রোটিয়া তারকা জানান, এ নিয়ে কথাবার্তাও শুরু হয়ে গিয়েছে কয়েক মাস আগেই। তবে বিশ্বকাপে খেলার জন্য আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে হবে এবিকে। ফ্যাফের কথায়, ''টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আর খুব বেশি দেরি নেই। তার আগে বেশি টি-২০ আন্তর্জাতিক সিরিজও নেই। মাস দুই-তিন আগেই এ নিয়ে (এবির কামব্যাকের বিষয়) আলোচনা হয়েছে। আবার টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে কথা হবে।''উল্লেখ্য, চলতি বছর ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের আগে একাধিক তারকা ক্রিকেটার অবসর ঘোষণা করায় বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সময়ও অনেকে এবিকে অবসর ভেঙে দলে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন বিষয়টি নিয়ে ভাবেননি মিস্টার ৩৬০। যা নিয়ে বেশ বিতর্কের মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তবে এবার হয়তো অনুরাগীদের আশা পূরণ হতে চলেছে।এমএসএলে) ভাল ফর্মেই দেখা গিয়েছে ডিভিলিয়ার্সকে। এবার তিনি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন বিগ ব্যাশ লিগে যোগ দিতে। আগামী বছর আইপিলেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের জার্সি গায়ে খেলার কথা তাঁর। তবে বিশ্বকাপে সত্যিই তিনি খেললে জাতীয় দলে দ্রুত যোগ দিতে হবে। দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজও খেলতে হবে। এবার দেখার শেন ওয়ার্ন কিংবা শাহিদ আফ্রিদির মতো অবসরকে আলবিদা জানিয়ে এবি দলে ফেরেন কি না।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 10/EE/DD/PWD(R&B)/2019-20. Dated 12.12.2019

The Executive Engineer, Dharmanagar Division, PWD (R & B), Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate tender(s) from Central & State Public Sector . undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of **appropriate class** registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to **3.00 P.M.** on **02.01.2020** for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money Cost of Tender Form	Time for Completion
1.	Construction of brick soling about 150M from Amzad Husen to Sitesh Biswas house Nadiapur GP during the year 2019-20 under BEUP Scheme. DNIT.No. 36 /EE/DD/PWD(R&B)/2019-20.	Rs. 1,56,879.00	Rs. 1,569.00	1(one) Month
2.	Construction of box cell culvert (1x1M) near by South Kalacherra JB School at Purba Hurua GP during the year 2019-20 under BEUP Scheme. DNIT.No.37 /EE/DD/PWD(R&B)/2019-20.	Rs. 1,81,880.00	Rs. 1,818.00	1(one) Month
3.	Construction of boundary wall at Big Bural place Kalacherra under Kalacherra RD Block. (7Q.5m long) under BEUP Scheme. DNIT.No.38 /EE/DD/PWD(R&B)/2019-20.	Rs. 3,48,936.00	Rs. 3,489.00	2(six) Months
4.	Construction of community hall at Bhairab Thali North Hurua GP, W-5, N/H of Rana Suklabaidya during the year 2019-20 under BEUP Scheme. DNIT.No.39 /EE/DD/PWD (R&B)/2019-20.	Rs. 2,64,343.00	Rs. 2,643.00	3(three) Months
5.	Construction of community hall at North Hurua GP, W-6, N/H of Sailendra Malaker during the year 2019-20 under BEUP Scheme. DNIT. No. 40/EE/DD/PWD(R&B)/2019-20.	Rs. 2,68,052.00	Rs. 2,681.00	3(three) Months

Other necessary detailed information can be seen in the Division office from 11.00 AM to 4.00 PM during office hours on all working days between **12-12-2019 to 31-12-2019.**

(Er. Indrajit Pal)
Executive Engineer
ICA/C-1920/2019-20 **Dharmanagar Division, PWD (R&B)**
Dharmanagar, North Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মঙ্গলবার আগরতলায় গ্রামোন্নয়ন উপর আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

দক্ষিণ-পশ্চিম চিনে কয়লাখনিতে বিস্ফোরণ, মৃত্যু ১৪ জন শ্রমিকের

বেজিং, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের গুইজহোউ প্রদেশে কয়লাখনিতে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ১৪ জন শ্রমিক। এছাড়াও আরও দু’’জন শ্রমিকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত ওই দু’’জন শ্রমিক কয়লাখনিতে আটকে রয়েছেন অথবা তাঁদেরও মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, সোমবার গভীর রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ গুইজহোউ প্রদেশের আনলং কাউন্টির গুয়াংলং কয়লাখনিতে গ্যাস বিস্ফোরণ হয়।

সেই সময় ভূগর্ভের নীচে কয়লাখনিতে কাজ করছিলেন কমপক্ষে ২৩ জন শ্রমিক। বিস্ফোরণের পরই নিরাপদে উদ্ধার করা হয় তাঁদের মধ্যে ৭ জন শ্রমিককে, কিন্তু ১৪ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। বিস্ফোরণে জেরে ১৪ শ্রমিকের অকাল-মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও খোঁজ পাওয়া যায়নি দু’’জন শ্রমিকের। কী কারণে বিস্ফোরণ, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সিএএ নিয়ে মুসলিমদের ভয়ের কোন কারণ নেই : আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিক সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে মুসলিমদের ভয়ের কোন কারণ নেই। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের চেয়ারম্যান আর কে সিনহা।

আর কে সিনহার মত হল, এই আইন নিয়ে দেশের কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠির কোনও ক্ষতি হবে না। মুসলিমদের ভয়ের কোন কারণ নেই। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজিত হয়েছিল। নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তিতে সংখ্যালঘুদের রক্ষার ব্যাপারে যে নিশ্চয়তার কথা ছিল ভারতে তা পুরোমাত্রায় বজায় আছে।

অন্যদিকে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে সংখ্যাগুরুদের এটাই শেখানো হয়েছে যে, কিভাবে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করতে হবে। তাদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে হবে এবং তাদের মা-বোনদের সম্মানহানি করতে হবে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের এই আচরণের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন যারা তারা কি দেশভক্ত না দেশদ্রোহী ?

দিল্লির জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করে পুলিশ প্রশাসনের ওপর পাথর ছুঁড়লে পুলিশ কি ফুল দিয়ে স্বাগত জানাবে।

বর্তমান এই অস্তির অবস্থার প্রেক্ষিতে সেনা নামানোর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, পুলিশ প্রশাসনই যথেষ্ট। তাদের উপরই আস্থা রাখা যায়। আপাতত চিন্তার কোন কারন নেই।

জামিয়া মিলিয়া হিংসা : ১০ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিংসার ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত ১০ জনের বিরুদ্ধেই অপরাধের রেকর্ড রয়েছেঊ ধৃতদের মধ্যে কেউই পড়ুয়া নয়ঊ দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার চিন্ময় বিসওয়াল জানিয়েছেন, ‘জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিংসার ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ ধৃত ১০ জনের বিরুদ্ধেই অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে হিংসা বাঁধানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ বিসওয়াল জানিয়েছেন, ‘হিংসার সময় ঘটাস্থলে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের বয়ান ও সিসিটিভি-র ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ও এনআরসি-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে গত রবিবার উত্তাল হয়ে ওঠে দক্ষিণ দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি এলাকা। অভিযোগ, হিংসার পরই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ুয়াদের বেধড়ক পেটায় দিল্লি পুলিশঊ পড়ুয়াদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদেরও মারধরের অভিযোগ ওঠেঊ এই ঘটনার পরই দেশজুড়ে পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় পড়ুয়াদের মধ্যেঊ জামিয়ার লাইব্রেরির অলিন্দে ফোঁটা ফোঁটা রক্তও পড়ে থাকতে দেখা যায়ঊ কিন্তু, মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, জামিয়া প্রতিবাদের সময় একটিও গুলি চালায়নি দিল্লি পুলিশঊ গ্রেফতার করা হয়েছে ১০ জনকে, বাকি সমাজ-বিরোধীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার, উর্ধ্বমুখী সেনসেক্স

মুম্বাই, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার নতুন শিখর স্পর্শ করল সেনসেক্স। ওই শেয়ার সূচক ৩২৪ পয়েন্ট বেড়ে ৪১,২৬২.৮৮ এর ঘরে পৌঁছাল। এর পাশাপাশি নিফটিও এদিন ৫০ পয়েন্ট বেড়েছে।

সেনসেক্সের অন্তর্গত যে কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেড়েছে, তাদের মধ্যে আছে ইনফোসিস, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস, আইটিসি, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ও মারুতি সুজুকি। তথ্যপ্রযুক্তি, ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস এবং ফিনান্স সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম ০.৫ থেকে ১.২ শতাংশ বেড়েছে। মিড ও স্মল ক্যাপ শেয়ারগুলি কেনার ক্ষেত্রেও উৎসাহ দেখাচ্ছেন ক্রেতারা। নিফটিতে নথিভুক্ত ৫০ টি শেয়ারের মধ্যে টাটা স্টিলের শেয়ারের দাম বেড়েছে ২.৭ শতাংশ। বেদান্ত, জেএসডবলিউ স্টিল, ইয়েস ব্যাঙ্ক, ইনফোসিস, জি এনটারটেনমেন্ট এবং মারুতি সুজুকিরও দাম বেড়েছে।

স্বচ্ছ ভারত গড়ার প্রচারে বাইসাইকেলে দেশ ভ্রমণে রাজ্যে এলেন শ্রীলুইচ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর।। মহাত্মা গান্ধীর স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন হয়তো একদিন পূরণ হবে,যখন এদেশের মানুষের মন মানসিকতা পাল্টাবে।দেশে আমূল পরিবর্তন এসেছে, স্বচ্ছতার প্রতি মানুষ এখন ধ্যান দিচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে হরিদ্বারের পাইলট বাবার মন্দিরে থাকা শ্রীলুইচ দাস নামের এক যুবক ঘরে ঘরে ডাস্টবিন ব্যবহারের স্লোগান নিয়ে গোটা ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। ইতিমধ্যে সে ইউপি, রাজস্থান, সিকিম , মেঘালয়, শিলিগুড়ি, আসাম হয়ে মঙ্গলবার ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। ত্রিপুরা প্রবেশের দিন ছিল ৫০ তম দিন। মানুষ যত্রতত্র খুড়া ফেলে পরিবেশকে দুর্গন্ধিত করে।

তাতে নানা রকমের অসুখ-বিসুখ ও সংক্রমণ ছড়ায়। ডাস্টবিন ব্যবহার করার জন্য ত্রিপুরা বাসির প্রতি বার্তা রাখলেন এই যুবক। তাছাড়া হরিদ্বারের শ্রীলুইচ দাস নামের যুবক এক সাক্ষাৎকারে জানান, স্বচ্ছ ভারত তৈরীর ক্ষেত্রে প্রতি ঘরে ঘরে ডাস্টবিন ব্যবহার, জনগণকে সচেতন ও সরকারি কর্মচারীরা স্বচ্ছতার উপর নজর রাখতে হবে।আর তাতেই মহাত্মা গান্ধী স্বচ্ছ ভারত তৈরি স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে। পাশাপাশি শ্রি দাস আরো জানান, বাইসাইকেল দিয়ে স্বচ্ছ ভারতের উপর গোটা ভারত বর্ষ ভ্রমণ করছেন তিনি। প্রতিটি গ্রাম, শহর,স্কুল-কলেজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সকল স্তরের জনগণকে স্বচ্ছভাবে থাকা ও স্বচ্ছ পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা দিয়ে আসছেন।

প্রতি ঘরে ঘরে ডাস্টবিন ব্যবহারের স্লোগানও তুলছেন। আজ সকালবেলা পার্শবর্তী রাজ্য অসম পেরিয়ে রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়ি হয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেন। তারপর ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। আজ ধর্মনগরে রাত্রিযাপন করবেন বলেও জানান শ্রীলুইচ দাস।

চা বাগান শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে শ্রম কমিশনারকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চা-বাগান শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে শ্রম কমিশনারের কার্যালয়ে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। সিট্যু নেতা কানু ঘোষ অভিযোগ করেন, শ্রম কমিশনার ডেপুটেশান গ্রহণ করতে আগাম অনুমতি দিলেও পরবর্তী সময় ডেপুটেশান গ্রহণ করতে তালবাহান শুরু করেন। সিট্যু নেতা বলেন, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও চা-বাগান মালিকরা মজুরি বৃদ্ধি করছে না। উপরন্তু শ্রমিকদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে তারা বাগান বন্ধ করে দেবে। শ্রমিকরা দুই বছরের গ্র্যাচুয়িটি, বাড়তি মজুরি পাওনা রয়েছে। অবিলম্বে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছে।

নতুন নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহার করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের : মায়াবাতী

লখনউ, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা দেশ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। ভবিষ্যতে নেতিবাচক পরিণতি হতে পারে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের ফলে, তাই নতুন নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। নতুন নাগরিকত্ব আইনকে ‘অসাংবিধানিক’ আখ্যা দিয়ে মঙ্গলবার এমনই জানিয়েছেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবাতীঊ মায়াবতী জানিয়েছেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অসাংবিধানিক আইন ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছিঊ অন্যথায় ভবিষ্যতে নেতিবাচক পরিণতি হতে পারেঊ কংগ্রেস ঠিক আগে যেমনটা করেছিল, কংগ্রেসের মতো জরুরি অবস্থা তৈরি করা উচিত নয় কেন্দ্রীয় সরকারের।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহারের দাবিতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গেও দেখা করতে পারে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সংসদীয় পার্টি। মায়াবাতী জানিয়েছেন, ‘বিএসপি-র সংসদীয় পার্টি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং মহিলাদের প্রতি অপরাধের বিরুদ্ধে উত্তর প্রদেশ বিধানসভাতেও আমরা সরব হব।

নির্ভয়া ধর্ষণ মামলা : শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন বোবদে গঠিত হবে নতুন বেঞ্চ

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): নির্ভয়া ধর্ষণ মামলার শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদেঊ নির্ভয়া ধর্ষণ মামলার শুনানির জন্য গঠিত হবে নতুন বেঞ্চঊ বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ নির্ভয়া ধর্ষণ মামলার শুনানির জন্য গঠিত হবে নতুন বেঞ্চ, মঙ্গলবার এমনই জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে।

মঙ্গলবার বিকেলে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন তিন-সদস্যের বিচারপতির বেঞ্চে শুরু হয় নির্ভয়া ধর্ষণ মামলার শুনানি। বেঞ্চের অপর দু’জন সদস্য হলেন বিচারপতি অশোক ভূষণ এবং বিচারপতি আর ভানুমতিঊ শুনানি শুরু হওয়ার পরই নির্ভয়া ধর্ষণ মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে, উল্লেখ করেন ব্যক্তিগত কারণঊ এরপর প্রধান বিচারপতি জানান, নির্ভয়া ধর্ষণ মামলার শুনানির জন্য গঠিত হবে নতুন বেঞ্চঊ বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ নির্ভয়া ধর্ষণ মামলার শুনানির জন্য গঠিত হবে নতুন বেঞ্চ।

অনাথ শিশুদের নিয়ে জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ডিসেম্বর ।। সোমবার দুপুরে আমতলীস্থিত নব প্রান্তিক সেবাশ্রমে তৃতীয়বার্ষিকী জন্মদিন কোন জাকজমকপূর্ণ ভাবে নয়, আবাসিক অনাথ শিশুদের সঙ্গে কাটালো বিশালগড় রাউৎখলার বৈদ্যুতিন চ্যানেলের সাংবাদিক জীবন সাহা। উনার ছেলে জিৎ জন্মদিন পালন করা কে কেন্দ্র করে শিশুদের মধ্যে সামাজিক বোধ গড়ে তোলার এক অন্যান্য প্রচেষ্টা। এমনই একটি মানবিক নজির ফটে উঠল। ছয় বছরের উদ্ধে পঞ্চাশজন শিশুদের নিয়ে এবং বিশালগড় মহকুমা প্রেস ক্লাবের সদস্যগণদের নিয়ে অনাথ শিশুদের দুপুরের খাবার ও প্রত্যেক শিশুদেরকে বিস্কুট, চকলেট, সাবান, সেম্পু, নানারকম নিত্যব্যবহারিক সামগ্রি প্রদান করা হয়।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল হিমাচল প্রদেশ, কাঙড়ায় ৩.০ তীব্রতার কম্পন

শিমলা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশ। মঙ্গলবার সকালে ৩.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হল হিমাচল প্রদেশের কাঙড়া জেলায়। ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে কাঙড়া জেলা সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলেও। তবে, ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

হিমাচল প্রদেশ (শিমলা) আবহাওয়া দফতর-এর অধিকর্তা মনমোহন সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ১০.৫১ মিনিট নাগাদ হিমাচল প্রদেশের কাঙড়া জেলায় মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.০। ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল কাঙড়া রিজিওনে, ভূগর্ভের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। এদিনের মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। যেহেতু কম্পাঙ্ক যথেস্ট কম ছিল।

সিএএ ঃ আগরতলায় বিক্ষোভ এসএফআই’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল করা এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পুলিশের বর্বোরচিত আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার এসএফআই আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিল থেকে নাগারিকত্ব সংশোধনী আইনের কপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মিছিলে চারটি বামছাত্রযুব সংগঠনের সদস্যরাও সামিল হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে কালো আইন বলে আখ্যায়িত করেছে আন্দোলনকারীরা।

আরও শক্তি বাড়ল ভারতের, ব্রহ্মোস মিসাইলের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ

বালেশ্বর (ওডিশা), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আরও শক্তি বাড়ল ভারতের। মঙ্গলবার সকালে সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল ব্রহ্মোসের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ ওডিশার চাঁদিপুরের কাছে ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ (আইটিআর)-এর লঞ্চ কমপ্লেক্স-৩ থেকে সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ব্রহ্মোস মিসাইলের।ডিআরডিও-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সারফেস টু সারফেস ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে। ব্রাহ্মোস মিসাইলটি মিডিয়াম-রেঞ্জের রামজেট সুরাসনিক ক্রুজ মিসাইল। সাবমেরিন, জাহাজ, ফাইটার জেট অথবা ভূমি থেকেও উৎক্ষেপণে সক্ষম ব্রাহ্মোস মিসাইল। এদিন মিসাইলটির টার্গেট ছিল একটি জাহাজ। এই উৎক্ষেপণের ফলে আরও শক্তি বাড়ল ভারতের।

অসমের সামগ্রিক পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে, জানালেন ডিজিপি

গুয়াহাটি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধিতায় বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কিছুটা কমলেও, অসম এখনও ‘অশান্তই’। সজাগ রয়েছে অসম প্রশাসন, স্পর্শকাতর জায়গায় মোতায়েন রয়েছে সুরক্ষা বাহিনী। বেসরকারি সূত্রের খবর, বিক্ষোভ আন্দোলনের জেরে অসমে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনেরঊ তবে, অসমের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) ভাস্কর জ্যোতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

পদ্মবিল ব্লকের হাতকাটা বাজারে শান্তি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। খোয়াই পদ্মবিল ব্লকের হাতকাটা বাজারের ক্ষিরোদ মতি ভবনে খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং পদ্মবিল ব্লক কার্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আজ শান্তি ও সম্পীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তর পদ্মবিল ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কুশ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সেনগুপ্ত, খোয়াই মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক পার্থ দাস, সমতল পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং উত্তর পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য-সদস্যাগণ। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ এবং এলাকার শান্তিপ্রিয় জনগণ।

সভায় এলাকার বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শান্তি ও সম্পীতি বিনষ্টকারীদের বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৌদির আরবের চাপ ! মালয়েশিয়া সফর বাতিল করলেন ইমরান

ইসলামাবাদ, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): সৌদি আরবের অতিরিক্ত চাপ! প্রস্তাবিত মালয়েশিয়া সফর বাতিল করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ কূটনীতিক মহল সূত্রের খবর, পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পরিবর্তে কুয়ালা লামপুর সামিটে অংশ নেবেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশিঊ এই সম্মেলনে বহু মুসলিম নেতারা অংশ নিতে পারেন।

গত শনিবার রিয়াধে সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ মহম্মদ ও ইমরানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্জাবে বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু দু’টি শিশুর, আহত বাবা ও মা-সহ ৫ জন

চণ্ডীগড়, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের সানগ্রুর জেলার মুনক শহরে বাড়ি ছাদ ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দু’টি শিশুর। এছাড়াও ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে ও উদ্ধারকাজ চালানোর সময় আহত হয়েছেন ওই দু’টি শিশুর বাবা ও মা-সহ মোট ৫ জন। মঙ্গলবার সকাল পাঁচটা নাগাদ আচমকাই ভেঙে পড়ে বাড়ির ছাদ। সাত সকালে বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যান প্রতিবেশীরা। ততণাতখবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়ঊ পুলিশ জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু’টি শিশুর। এছাড়াও ওই দু’টি শিশুর বাবা ও মা-সহ মোট ৫ জন আহত হয়েছেন। উদ্ধারকাজ চালানোর সময় দু’জন আহত হয়েছেন।

প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, সকাল তখন পাঁচটা হবে, সেই সময় বাবা-মায়ের সঙ্গে বাড়িতে ঘুমিয়েছিলেন ওই শিশুরা। আচমকা বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ায় ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান প্রত্যেকেই। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়েই মৃত্যু হয়েছে দু’টি শিশুর। বাবা ও মা-সহ ৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মৃত শিশুদের নাম হল-রিঙ্কু এবং খুশিঊ আহতদের মধ্যে দু’জন হলেন-রিঙ্কু ও খুশির বাবা মুন্সি রাম এবং মা শীলা দেবীঊ বাকিদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।